

বাংলা সাহিত্য

সংকলন

সংকলনে

বি. এম. আজগর আলী
বিএসএস (অনার্স), এমএসএস (অর্থনীতি)
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৭৪৮৫৪৫১৩৯
ইমেইল: ajgar_ku@yahoo.com
ফেসবুক: www.facebook.com/bmajgarali
টুইটার: twitter.com/ajgarku

Admin at BCS Spotlight
www.facebook.com/groups/bcsspotlight

পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা:

শিক্ষানুরাগী সকল পাঠককে প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবার জন্য ভাল কিছু করার প্রত্যয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস এই সংকলনটি। বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন বই এবং ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে এই সংকলনটি তৈরী করেছি। সহজ, সাবলীল ও সাজানো তথ্যের আলোকে এটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আপনারা উপকৃত হলে আমার চেষ্টা ও শ্রম সার্থক হবে। সবার কাছে এটি পৌছানোই আমার লক্ষ্য যাতে সবাই উপকৃত হতে পারে। তাই আপনার পরিচিতজনদের সাথে এই সংকলনটি শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো। এছাড়া, সংকলন বিষয়ক যেকোন তথ্য ও পরামর্শদানের জন্য আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

বি. এম. আজগর আলী

প্রকাশকাল:

৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

উৎসর্গ

স্বপ্নের ক্যারিয়ার গঠনে দৃঢ় প্রত্যয়ী সকল চাকরি প্রত্যাশীদের উদ্দেশ্যে এই সংকলনটি উৎসর্গ করা হল।

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের অধিক কালের ইতিহাস। এই হাজার বছরের অধিক কালের ইতিহাস কে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- প্রাচীন যুগ
- মধ্যযুগ
- আধুনিক যুগ

প্রাচীন যুগ (৬৫০ - ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ): ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে (৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৫৫০ বছর। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৯৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ২৫০ বছর।

- প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন - চর্যাপদ।

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ): অন্ধকার যুগ এমন একটি যুগ যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অন্ধকার যুগ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী করা হয় তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। তিনি ১২০১ সালে মতান্তরে ১২০৪ সালে হিন্দু সর্বশেষ রাজা লক্ষণ সেন কে পরাজিত করে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোনও নিদর্শন না মিললেও সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন মেলে। যেমন: রামাই পন্ডিতের ‘শৃণ্যপুরাণ’, হলায়ূধ মিশ্রের ‘সেক শুভোদয়া’ ইত্যাদি।

মধ্যযুগের উল্লেখ্যযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে-

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
- বৈষ্ণবদাবলী
- মঙ্গলকাব্য
- রোমান্টিক কাব্য
- পুঁথি সাহিত্য
- অনুবাদ সাহিত্য
- জীবনী সাহিত্য
- লোকসাহিত্য
- মর্সিয়া সাহিত্য
- করিয়ালা ও শায়ের
- ডাক ও খনার বচন
- নাথসাহিত্য

মধ্যযুগে অন্য সাহিত্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। যেমন-

- পত্র
- দলিল দস্তাবেজ
- আইন গ্রন্থের অনুবাদ

তবে এগুলো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ হতে পারে নি।

মধ্যযুগে মুসলিম কবিগণ রচনা করেন রোমান্টিক কাব্য। পক্ষান্তরে, হিন্দুধর্মাবলী কবিগণ রচনা করেন দেব-দেবী নির্ভর আখ্যান/কাহিনী কাব্য। মধ্যযুগে সতের শতকে বাংলার বাইরে আরাকান রাজসভায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়। মধ্যযুগে দুটো বিরাম চিহ্ন ছিল। যথা:

- বিজোড় সংখ্যক লাইনের পর এক দাড়ি
- জোড় সংখ্যক লাইনের পর দুই দাড়ি

১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র মারা যাবার পর মধ্যযুগের সমাপ্তি হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে- ভারত চন্দ্র মারা যাবার সাথে সাথে মধ্যযুগের পতনের কি সম্পর্ক?

ভারতচন্দ্র মারা যাবার পর মধ্যযুগের সমাপ্তি হয়। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের চারশ বছরের কাব্যধারার সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এই কারণের সাথে আরও একটা কারণ জড়িত ছিল। রাজনৈতিক ভাবেও এই এলাকার পটভূমি পরিবর্তন হতে থাকে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হওয়ার মধ্যদিয়ে ইংরেজ তথা বৃটিশদের শাসন হয় তখন সাহিত্যের আবির্ভাব হয় যা আধুনিক সাহিত্য ধারার প্রবর্তন করার অন্যতম কারণ।

যুগসন্ধিক্ষণ (১৭৬১- ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ): যুগসন্ধিক্ষণ মানে দুই যুগের মিলন। যুগ সন্ধিক্ষণ এমন একটি যুগ যে যুগে মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের মিশ্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে স্ববিরোধী কবি ও বলা হয়েছে। স্ববিরোধী বলার কারণ হচ্ছে, প্রথমদিকে তিনি ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে লিখলেও শেষের দিকে তার কাব্যে ইংরেজদের শাসনের প্রশংসা করেছেন।

আধুনিক যুগ (১৮০১- বর্তমান): আধুনিক যুগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- উন্মেষ পর্ব (১৮০১- ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ)
- বিকাশ পর্ব (১৮৬১ - বর্তমান)

গদ্য সাহিত্য আধুনিক যুগের সৃষ্টি। যেমন-

- গল্প
- উপন্যাস
- নাটক
- প্রহসন

- প্রবন্ধ

যুগবিভাগ ভিত্তিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

- প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল- ব্যক্তি।
- মধ্য যুগের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল - ধর্ম।
- আধুনিক যুগে সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- মানবিকতা/মানবতাবাদ/মানুষ।

আধুনিক যুগের সাহিত্যের সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ/সমাদৃত:

- কাব্য (গীতিকাব্য)
- উপন্যাস
- ছোটগল্প

বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য ধারা

১. বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান সাহিত্য ধারা কি কি?

উত্তর: গীতিকবিতা, মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, অভিসন্দর্ভ, সমালোচনা, পত্র সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য ইত্যাদি।

২. মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য ধারা কি কি?

উত্তর: বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, কবিগান, পুঁথি সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মর্সিয়া সাহিত্য ইত্যাদি।

৩. আধুনিক যুগের সাহিত্য ধারা কি কি?

উত্তর: মহাকাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রহসন, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অভিসন্দর্ভ, সমালোচনা, আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য, পত্র সাহিত্য, গীতিনাট্য ইত্যাদি।

প্রাচীন যুগের সাহিত্যকর্ম

চর্যাপদ বিষয়ক আলোচনা

বাংলাদেশের আদি সাহিত্য চর্যাপদ যা হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে এবং হাজার বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে।

- বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ হচ্ছে কবিতা / গানের সংকলন।
- চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব।
- চর্যাপদ হচ্ছে পাল ও সেন আমলে রচিত।

চর্যাপদ রচনার প্রেক্ষাপট:

১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কিছু পুঁথি সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে The Sanskrit Buddhist Literature in Nepal এই গ্রন্থটি পাঠ করে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হন। যার উপাধি ছিল মহামহোপধ্যায়। যিনি পরবর্তী কালে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হন। তিনি ১৯০৭ সালে দ্বিতীয়বারের মত নেপাল গমন করেন। নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে চারটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ বাকী তিনটি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। যথা:

- সরহপদের দোহা
- কৃষ্ণপদের দোহা
- ডাকার্ণব

উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ সালে তখন চারটি গ্রন্থের একত্রে নাম দেয়া হয় ‘হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা’।

এটি প্রকাশিত হবার পর পালি সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষাবিদ রা চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবী করেন। এসব দাবী মিথ্যা প্রমাণ করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ‘The Origin and Development of Bengali Language’ গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।

১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

চর্যাপদের নামকরণ:

- আশ্চর্যচর্যচয়
- চর্য্যচর্য্যাবিনিশ্চয়
- চর্য্যশ্চর্য্যবিনিশ্চয়

- চর্যাগীতিকোষ
- চর্যাগীতি

চর্যাপদ মানে আচরণ / সাধনা।

চর্যাপদের পদসংখ্যা:

চর্যাপদের মোট ৫১ টি পদ ছিল। এর মধ্যে ৪৬টি পূর্ণ পদ আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারের সময় উপরের পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকার কারণে সবগুলো পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং পরে একটি পদের অংশবিশেষ সহ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কৃত হয়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যা:

চর্যাপদে মোট ২৪ জন কবি পাওয়া যায়। একজন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম - তল্লীপা/তেনতরীপা। সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন।

চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য কবি:

- লুইপা
- কাহুপা
- ভুসুকপা
- সরহপা
- শবরীপা
- লাড়ীডোহীপা
- বিরুপা
- কুম্বলাম্বরপা
- ঢেউনপা
- কুঙ্কুরীপা
- কঙ্ককপা

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণ:

- পদ > পাদ > পা
- পাদ > পদ > পা

পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য/সাধক। এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন।

দুটি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হত। যথা:

- পদ রচনা করতেন।
- সম্মান/গৌরবসূচক কারণে।

লুইপা:

- চর্যাপদের আদিকবি।
- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি।

কাহ্নপা:

- রচিত পদের সংখ্যা ১৩ টি।
- সবচেয়ে বেশী পদ রচয়িতা।
- উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ১২ টি।
- ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি।

ভুসুকপা:

- পদসংখ্যার রচনার দিক দিয়ে দ্বিতীয়।
- রচিত পদের সংখ্যা ৮টি।
- তিনি নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করেছেন।

সরহপা:

- রচিত পদের সংখ্যা ৪ টি।

শবরীপা:

- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি।
- গবেষকগণ তাকে বাঙ্গালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
- বাংলার অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়।
- যদি তিনি ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস না করতেন তাহলে বাঙ্গালী কবি হবেন না।

কুঙ্কুরীপা:

- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি।
- তার রচনায় মেয়েলী ভাব থাকার কারণে গবেষকগণ তাকে মহিলা কবি হিসেবে সনাক্ত করেন।

তন্ত্রীপা:

- উনার রচিত পদটি পাওয়া যায় নি।
- উনার রচিত পদটি ২৫ নং পদ।

চেভনপা:

- চর্যাপদে আছে যে বেদে দলের কথা, ঘাঁটের কথা, মাদল বাজিয়ে বিয়ে করতে যাবার উৎসব, নব বধুর নাকের নখ ও কানের দুল চোরের চুরি করার কথা সর্বোপরি ভাতের অভাবের কথা- চেভনপা রচিত।
- চেভনপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে।

- তিনি পেশায় তাঁতি টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী/হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী।
- আবেশী কথাটার দুটি অর্থ রয়েছে। ক্ল্যাসিক অর্থে- উপোস এবং রোমান্টিক অর্থে- বন্ধু।

চর্যাপদের ভাষা:

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কতিপয় গবেষক চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা মেনে নিয়েই এ ভাষাকে সাক্ষ্য ভাষা/সন্ধ্যা ভাষা/আলো আঁধারের ভাষা বলেছেন। অধিকাংশ ছান্দসিক একমত - চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

চর্যাপদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন কি?
উত্তর: চর্যাপদ।
২. চর্যাপদের অন্য নাম কি?
উত্তর: চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।
৩. চর্যাপদের রচয়িতা কারা?
উত্তর: বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ
৪. চর্যাপদ রচনায় কারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন?
উত্তর: পাল রাজারা।
৫. চর্যাপদের আবিষ্কারক কে?
উত্তর: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৬. চর্যাপদ কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
উত্তর: ১৯০৭ সালে।
৭. চর্যাপদ আবিষ্কারের স্থান কোনটি?
উত্তর: নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালায়।

৮. চর্যাপদের মোট সংখ্যা কত?

উত্তর: ৫০ মতান্তরে ৫১ টি।

৯. চর্যাপদের মোট পদকর্তার সংখ্যা কত?

উত্তর: ২৪ জন।

১০. প্রাপ্ত চর্যাপদের সংখ্যা কত?

উত্তর: সাড়ে ৪৬ টি।

১১. সবার্ষিক সংখ্যক পদ কার রচিত?

উত্তর: কাহ্ন পা (পদের সংখ্যা ১৩টি)।

১২. কোন আমলে চর্যাপদ রচিত হয়েছে?

উত্তর: পাল রাজাদের আমলে।

১৩. বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ কাদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন?

উত্তর: সেন রাজাদের দ্বারা।

১৪. চর্যাপদের ভাষা কি?

উত্তর: সন্ধ্যা ভাষা।

১৫. চর্যাপদের ছন্দ কি?

উত্তর: পয়ার ছন্দ।

১৬. চর্যাপদের বিষয়বস্তু কি?

উত্তর: বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাধন পদ্ধতি বর্ণনা।

১৭. ‘চর্যাপদের ভাষা বাংলা’ - এর পক্ষে যুক্তি দেখাও?

উত্তর: প্রথমত, যে সমাজচিত্র আছে তা আবহমান বাংলার বা বাঙ্গালি জীবনের। দ্বিতীয়ত, চর্যাপদের কবিদের বাসস্থান বাংলা এবং তাদের ভাষাও বাংলা। তৃতীয়ত, চর্যাপদের ভাষাব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বাংলার ভাষার।

১৮. চর্যাপদের সংকলন কাল কত?

উত্তর: ১৯১৬ সাল।

১৯. চর্যাপদের সমাজবাস্তবতায় কোন সংস্কৃতিপ্রতিফলিত হয়েছে?

উত্তর: তৎকালীন বাঙ্গালির সমাজ ওসমাজ জীবনের সংস্কৃতি।

২০. চর্যাপদের ব্যবহৃত উল্লিখিত প্রবাদের সংখ্যা কত?

উত্তর: ৬টি।

২১. চর্যাপদের ভৌগোলিক সীমারেখায় কোন ভূ-খন্ডের নাম একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: বাংলা ভূ-খন্ডের।

২২. চর্যাপদের উল্লেখিত তৎকালীন কৃষিজাত দ্রব্যের নাম কি?

উত্তর: আমন ধান, তুলা, কার্পাস, কঙ্গুচীনা ইত্যাদি।

২৩. চর্যাপদে সর্বনিম্ন পদের রচয়িতা কারা?

উত্তর: ১৬ জন সংখ্যক কবি তারাঁ প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করেছেন।

২৪. চর্যাপদের ধর্মমত কি?

উত্তর: বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র- ‘নির্বান প্রাপ্তি’।

২৫. চর্যাপদে উল্লেখিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ কর?

উত্তর: ব্রাহ্মন, কাপালীক, ডোম্বী, যোগী।

২৬. চর্যাপদে উল্লেখিত বিভিন্ন পেশাজীবী বা শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় দাও?

উত্তর: মাঝি, শিকারী, গুঁড়ি, ধনুরী, তস্কর ইত্যাদি।

২৭. চর্যাপদে ব্যবহৃত রাগের সংখ্যা কত?

উত্তর: রাগের সংখ্যা ১৭ টি। যথা: পটমঞ্জরী, মল্লারী, গুঞ্জরী, কামোদ, বরাড়ী, ভৈরবী, গব ডা, দেশাখ, রামক্ৰী, শবরী, অরু, ইন্দ্রতাল, দেবক্ৰী, ধনসী, মালসী, মালসী-গবুড়া ও বঙ্গাল।

২৮. কাহ্ন পার কয়টি নাম?

উত্তর: ৭টি। যথা: কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্নি, কাহ্নিল, কৃষ্ণচার্য, কৃষ্ণ বজ্রপাদ এবং কানাই।

২৯. চর্যাপদের আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টাকারীর নাম কি?

উত্তর: রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র।

৩০. চর্যাপদে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদকর্তার নাম কি?

উত্তর: ভুসুকু ৮ টি।

৩১. চর্যাপদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তর: ক) ছন্দ ছিল খ) স্বরবর্ণ- ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার ছিল গ) পদের ক্ষেত্রে লিঙ্গের (পুরুষ ও স্ত্রী) ব্যবহৃত ছিল ঘ) শ, স, ষ - এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মূলতঃ ‘স’ ব্যবহার হত। ঙ) প্রবাদের প্রচলন ছিল।

৩২. চর্যাপদের কবিদের নামের শেষের (পাদনাম)কেন সংযুক্ত থাকত?

উত্তর: ঈশ্বরের সেবাদাস বা পদসেবক অর্থে ‘পাদনাম’ ব্যবহার করা হয়েছে- যা সম্মান নির্দেশক।

৩৩. চর্যাপদের কবিগণ কে, কোন অঞ্চলের?

উত্তর: লুই, কুকুরী পা, বিরুআ পা, ডোম্বী পা, ধাম পা প্রমুখ বাংলাদেশের। দারি কপা, কাহ্ন পা, কম্বলাম্বর, বর পা, প্রমুখ উড়িষ্যার। মহীধর- মগধের, ভাদপো- মহীভদ্রের, সরহ উত্তরবঙ্গের।

৩৪. চর্যাপদের নায়ক- নায়িকা কি নামে অভিহিত করা হয়েছে?

উত্তর: নায়ক- সবর, কাপালিক, যোগী। নায়িকা- ডোম্বী, যোগিনী, নৈরামণি, সবরী, চন্ডালী।

৩৫. মূল চর্যা সংকলন গ্রন্থের নাম কি?

উত্তর: চর্যাগীতি কোষ।

৩৬. ‘চর্যাপদ’ শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর: জীবন যাপনের পদ্ধতিকে চর্যা বলে। ‘চর্যা’ থেকে বর্তমানে ‘চর্চা’ শব্দটির উৎপত্তি। ‘পদ’ অর্থ চরণ বা পা। ‘চর্যাপদ’ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় ‘জীবন যাপনের পদ্ধতি বা আচরণ যে কবিতায় বা চরণে লিখিত থাকে’।

৩৭. চর্যাপদের সর্বশেষ পদকর্তার নাম কি? এবং তাঁর পদের নম্বর কত?

উত্তর: ‘সরহ পা’ ৫০ নং পদ।

৩৮. তিব্বতী অনুবাদকের নাম কি?

উত্তর: কীর্তিচন্দ্র।

৩৯. তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সংবাদ প্রদানকারী কে?

উত্তর: ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

৪০. তিব্বতী অনুবাদের প্রথম সংগ্রাহক কে?

উত্তর: প্রবোধ চন্দ্র বাগচী।

৪১. চর্যাপদের টীকাকার কে?

উত্তর: মুনি দত্ত বা মীননাথ।

৪২. চর্যাগীতিকে তারাবলী বলার কারণ কি?

উত্তর: তৎকালের প্রচলিত গীতের ৬টি অঙ্গ থাকত- স্বর, বিরুদ্ধ, পদ, তেনক, পাটক ও তাল। এ ৬টি অঙ্গের সব কয়টি চর্যাপদের সম্পর্কিত গানে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। পদ ও তাল চর্যাগীতিতে অবশ্যই থাকতো বলে একে তারাবলী বলা হতো।

৪৩. মুহাম্মদ আব্দুল হাই এবং আনোয়ার পাশার সম্পাদিত সহায়ক গ্রন্থের নাম কি? এবং ভূমিকা কে লিখেছেন?

উত্তর: চর্যাগীতিকা এবং এর ভূমিকা লিখেছেন মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা।

৪৪. চর্যাপদের উল্লেখিত প্রসাধন ও অলংকারের নাম কি?

উত্তর: অলংকার: বাজন, নুপুর, কুন্ডল, মুক্তাহার, কাঁকন, সোনা-রূপা। প্রসাধন: তেল, আয়না, পুষ্পরেনু।

৪৫. চর্যাপদে উল্লেখিত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান কি কি?

উত্তর: ধর্মীয় উৎসব, বিয়ে।

৪৬. চর্যাপদের উল্লেখিত দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা কি কি?

উত্তর: কুঠার, টাঙ্গি, পিঁড়ি, চাঙ্গারি, পেটরা, পীড়া, ঘড়ি, ঘড়ুলী ইত্যাদি।

৪৭. ‘বিকল্প চতুষ্টই’ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং ন- সৎ- ন- অসৎ।

বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকগণ

১. চর্যাপদ কোন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছে?

উত্তর: ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’।

২. কার অনুপ্রেরণায় মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুদিত হয়?

উত্তর: নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহের।

৩. কার রাজত্বকালে বাংলার লৌকিক কাহিনী ‘মনসামঙ্গল’ রচিত হয়?

উত্তর: হুসেন শাহের।

৪. ‘চৈতন্য ভাগবত’ কার সময় রচিত হয়?

উত্তর: গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহের।

৫. কার পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করেন?

উত্তর: জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের।

৬. কবি বিদ্যাপতি ও শেখ কবির কার আদেশে বৈষ্ণবপদ কাব্য রচনা করেন?

উত্তর: নাসির উদ্দিন নসরৎ শাহের।

৭. কবি বিজয়গুপ্ত কার আদেশে ‘মনসামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন?

উত্তর: আলাউদ্দিন হুসেন শাহের।

৮. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর কোন কাব্যটি রচনা করেন?

উত্তর: ইউসুফ- জুলেখা।

৯. ‘নসীয়তনামা’ কাব্য কার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত?

উত্তর: শ্রীসুধর্মের।

১০. কার আদেশে সয়ফুল-মূলক রচিত হয়?
উত্তর: সৈয়দ মুসার আদেশে।
১১. কার আদেশে আলাওল ‘সতীময়না’ কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: ‘লস্কর উজীর’ আশরাফ খানের।
১২. কবি জৈনুদ্দিন কার সভাকবি ছিলেন?
উত্তর: গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহেব।
১৩. রসুল বিজয় কাব্য কার অনুপ্রেরণায় রচিত হয়?
উত্তর: শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের।
১৪. ‘মহা বংশাবলী’ নামক সামাজিক ইতিহাস গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক কে?
উত্তর: সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ-ই-শাহ।
১৫. বাংলায় সর্বপ্রথম ‘বিদ্যাসাগর কাহিনী’ কার আমলে রচিত হয়?
উত্তর: হুসেন শাহের আমলে।
১৬. কার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করেন?
উত্তর: রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের।
১৭. কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আযম শাহের রাজা কর্মচারী ছিলেন?
উত্তর: শাহ মুহম্মদ সগীর।
১৮. কবি মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?
উত্তর: শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ।
১৯. রাজা লক্ষন সেনের সভাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: ভারতচন্দ্র।
২০. হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কে কাব্য চর্চা করেন?
উত্তর: রূপ গোস্বামী।

২১. কবীন্দ্র পরমেশ্বর কার আদেশে বাংলায় মহাভারত রচনা করেন?

উত্তর: পরাগল খানের।

২২. ছুটি খানের সভাকবি কে ছিলেন?

উত্তর: শ্রীকর নন্দী।

২৩. আলাওল ‘পদ্মাবতী’ রচনা করেন?

উত্তর: মাগন ঠাকুরের অনুরোধে।

মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম

মধ্যযুগের বিখ্যাত কাব্য পরিচিতি

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন:

- বড়ু চণ্ডীদাস রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য।
- ভগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে বড়ু চণ্ডীদাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাব্যটি রচনা করেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- কাব্যটির প্রধান চরিত্র তিনটি: ক. কৃষ্ণ খ. রাধা ও গ. বড়াই।
- বড়াই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতী।
- কাব্যটিতে মোট ১৩টি খন্ড আছে।
- ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আবিষ্কার করেন।
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
- বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে কাব্যটি উদ্ধার করেন।
- কাব্যটি ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

মধুমালতী:

- প্রেমকাব্য।
- বিশেষ চরিত্র: রাজা সূর্যভান, রানী কমলাসুন্দরী, পুত্র মনোহর, রাজকুমারী মধুমালতী।
- হিন্দি কবি মনঝানের ‘মধুমালতী’ কাব্যের কথা নানা ভাষায় প্রচারিত হয়।
- মুহম্মদ কবীর হিন্দিতে অথবা পারসি ভাষায় এই কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে রচনা করেন বাংলা ‘মধুমালতী’ (১৫৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)।

ইউসুফ জোলেখা:

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান।
- বিশেষ চরিত্র: তৈমুস বাদশার কন্যা জোলেখা, ক্রীতদাস ইউসুফ।
- রচয়িতা: শাহ মুহম্মদ সগীর (বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি)।
- ইরানের কবি ফেরদৌসিও এই নামে কাব্য রচনা করেন।
- সগীর ছাড়াও একই কাহিনী নিয়ে আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ, ফকির মুহম্মদ প্রমুখ কাব্য লিখেছেন।

গুলে বকাওলী:

- প্রেমকাব্য।
- বিশেষ চরিত্র: রাজকুমার তাজুল মুলুক, পরীরাজকন্যা বকাওলী।
- ইজ্জতুল্লা নামক এক বাঙালি লেখক রচিত পারসি গ্রন্থ।

- ১৭২২ থেকে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেন নওয়াজিশ খান।
- চট্টগ্রামের জমিদার বংশীয় বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে কবি এই কাব্য লেখেন।
- অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি মহম্মদ মুকিম তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম দেন ‘গুলে বকাওলী’।

সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী:

- প্রেমকাব্য।
- বিশেষ চরিত্র: রাজা লোর, রানী ময়নাবতী, চন্দ্রানী, গোহারী (চন্দ্রানীর পিতা)।
- রচয়িতা: সতের শতকের কবি দৌলত কাজী।
- রোসাঙ্গের অধিপতি শ্রীসুধর্মার প্রধান আমাত্য আশরফ খানের আদেশে দৌলত কাজী এ কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। পরে উজির সোলায়মানের আদেশে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কবি আলাওল কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন।

পদ্মাবতী:

- পদ্মাবতী হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়েসির ‘পদুমাবৎ’ কাব্যের অনুবাদ।
- জায়েসি ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে ‘পদুমাবৎ’ রচনা করেন।
- মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন।
- বিশেষ চরিত্র: সিংহলরাজ গন্ধর্ব সেন, রানী চম্পাবতী, রাজকুমারী পদ্মাবতী, হীরামনি (শুকপাখি), চিতোররাজ চিত্রসেন, রাজকুমার রত্নসেন, রত্নসেন পত্নী নাগমতী।

চন্দ্রাবতী:

- একমাত্র রচয়িতা কোরেশী মাগন ঠাকুর।
- বিশেষ চরিত্র: রাজা চন্দ্রসেন, বীরপুত্র ভাগবত, উজিরপুত্র সূত, রাজা শূলপাল, রাজকন্যা, চন্দ্রাবতী, সখী চিত্রাবতী।

লায়লী মজনু:

- রচয়িতা: দৌলত উজির বাহারাম খাঁ।
- ‘লায়লী মজনু’ কাব্য পারসি কবি জামির ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের ভাবানুবাদ।
- বিশেষ চরিত্র: আমির পুত্র কয়েস, বণিককন্যা লায়লী।

মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি পরিচিতি

কানাহরি দত্ত:

- ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যধারার আদি কবি।

কুন্ডিলাস:

- বাল্মীকী রামায়নের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

গোবিন্দদাস:

- বৈষ্ণব পদকর্তা
- মিথিলার কবি বিদ্যাপতি তাঁর কাব্যগুরু ছিলেন।
- জীব গোস্বামী তাঁকে ‘কবীন্দ্র’ উপাধি দেন।

চন্ডিদাস:

- বৈষ্ণব কবি।
- মধ্যযুগে বাংলা কাব্যে অন্তত চারজন চন্ডিদাসের কবিতা পাওয়া যায়।
- চারজন চন্ডিদাস হলেন: বড় চন্ডিদাস, দ্বিজ চন্ডিদাস, দীন চন্ডিদাস ও চন্ডিদাস।

চন্দ্রাবতী:

- ‘রামায়ন’ অনুবাদক একমাত্র মহিলা কবি।
- তাঁর পিতার নাম দ্বিজ বংশীদাস (মনসামঙ্গলের কবি)।

জ্ঞানদাস:

- রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় দুশ পদ লেখেন।
- তাঁর রচিত বৈষ্ণব গীতিকাব্যের নাম মাথুর ও মুরলীশিক্ষা।

দ্বিজ বংশীদাস:

- মনসামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা।
- ‘পদ্মপুরাণ’ বা ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি।

বড় চন্ডিদাস:

- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা।
- ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা।

বিজয় গুপ্ত:

- ‘পদ্মপুরাণ’ বা ‘মনসামঙ্গল’ এর রচয়িতা।
- ‘পদ্মপুরাণ’ বর্তমানে মনসামঙ্গলের প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুঁথি।

বিদ্যাপতি:

- বৈষ্ণব কবি এবং পদসঙ্গীত ধারার রূপকার।
- তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে ব্রজবুলিতে রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ।
- বাংলায় এক গুপ্তি না লিখেও বিদ্যাপতি বাঙালীদের কাছে নমস্য হয়ে আছেন।

ভারতচন্দ্র রায়:

- ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের রচয়িতা।
- মধ্যযুগের শেষ বড় কবি।
- তাঁকে ‘নাগরিক কবি’ বলা হয়।

মানিক দত্ত:

- ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের আদি রচয়িতা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী:

- ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যের রচয়িতা।
- তাঁকে ‘দুঃখবর্ণনার কবি’ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

রামনিধি গুপ্ত:

- ডাক নাম: নিধু (বাবু)।
- বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক।
- তাঁর টপ্পা সংগীত সংকলনের নাম ‘গীতরত্ন’।

রামপ্রসাদ সেন:

- রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধি দেন।
- রামপ্রসাদ সেন রচিত পদগুলোকে ‘শ্যামা সংগীত’ বা ‘রামপ্রসাদী’ বা ‘শাক্ত পদাবলি’ বলা হয়।

ফকীর গরীবুল্লাহ:

- কবি ও পুঁথি সাহিত্যের দোভাষী।

শাহ মুহম্মদ সগীর:

- মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবি।
- তিনি ‘ইউসুফ জোলেখা’ কাব্য রচনায় রাজবন্দনায় সুলতান গিয়াসদ্দিন আযম শাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

সৈয়দ সুলতান:

- তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘নবী বংশ’ (হযরত মুহম্মদের জীবনীকাব্য এটি)।
- পারসি কাব্য ‘কাসাসুল আশিয়া’ কাব্যের অনুসরণে ‘নবী বংশ’ রচিত।
- ‘নবী বংশ’র দ্বিতীয় খন্ডের নাম ‘রসুল চরিত’।

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

কবি	গ্রন্থ
আব্দুল হাকিম	ইউসুফ জোলেখা
	নূরনামা
	দুরের মজলিশ
	লালমোতি সয়ফুলমুলুক
	হানিফার লড়াই
আলাওল	পদ্মাবতী
	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান
	হুস্তপয়কর
	সিকান্দারনামা
	তোহফা বা তত্ত্বোপদেশ
	রাগতালনামা
কোরেশী মাগন ঠাকুর	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী (দৌলতকাজীর অসমাপ্ত গ্রন্থ)
	চন্দ্রাবতী
চন্দ্রাবতী	মলুয়া
	দস্যু কেনারামের পালা
	রামায়ন (অনুবাদ)
জ্ঞানদাস	মাথুর
	মুরলীশিক্ষা
দৌলত উজির বাহারাম খান	জগনামা বা মজুল হোসেন (প্রথম কাব্য)
	লায়লী মজনু (অনুবাদ সাহিত্য, দ্বিতীয় কাব্য)
দ্বিজ বংশীদাস	মনসামঙ্গল
	কৃষ্ণ গুণার্ণব
	রামসীতা
	চণ্ডী
বড়ু চণ্ডীদাস	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ভারতচন্দ্র রায়	অন্নদামঙ্গল
	সত্য পীরের পাঁচালি
মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল
ফকীর গরীবুল- ১৮	ইউসুফ জোলেখা
	আমীর হামজা
	সোনাভান
	জগনামা
	সত্যপীরের পুঁথি
সৈয়দ সুলতান	নবী বংশ
	রসুল চরিত (নবী বংশ'র দ্বিতীয় খন্ড)
	জ্ঞানপ্রদীপ ও জ্ঞানচোতিশা
রামাই পন্ডিত	শৃণ্যপূরণ
হলায়ুধ মিশ্র	সেক শুভোদয়া

মধ্যযুগের সাহিত্যকর্মের কিছু বিখ্যাত চরিত্র

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি।
- মনসামঙ্গল: চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, মনসা।
- চণ্ডীমঙ্গল: ফুল্লুরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারি শীল প্রমুখ।
- অন্নদামঙ্গল: ঈশ্বরী পাটনী, মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী প্রমুখ।
- ধর্মমঙ্গল: লাউসেন, হরিশ্চন্দ্র।
- মহায়া পালা: মহায়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেদে, সাধু।
- দেওয়ানা মদিনা: আলাল, দুলাল, মদিনা, সোনার।

মঙ্গলকাব্যের কয়েকজন কবি

১. কানাহরি দত্ত
২. নারায়ন দেব
৩. বিজয়গুপ্ত
৪. বিপ্রদাস পিপলাই
৫. মাধব আচার্য
৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
৭. ঘনরাম চক্রবর্তী
৮. শ্রীশ্যাম পন্ডিত
৯. ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর
১০. ক্ষেমানন্দ
১১. কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ
১২. দ্বিজ মাধব
১৩. আদি রূপরাম
১৪. মানিক রাম
১৫. ময়ূর ভট্ট
১৬. খেলারাম
১৭. রূপরাম
১৮. সীতারাম দাস

১৯. শ্যামপন্ডিত
২০. দ্বিজ বংশী দাস
২১. দ্বিজ প্রভারাম

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

১. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাম কি কি?
উত্তর: দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খোন্দকর।
২. আরাকানকে বাংলা সাহিত্য কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর: রোসাং বা রোসাঙ্গ নামে।
৩. কবি আলাওল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: ফতেহাবাদের জালালপুরে।
৪. মাগন ঠাকুর কে ছিলেন?
উত্তর: রোসাঙ্গ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।
৫. “নসীহত নামা” কোন জাতীয় গ্রন্থ? কে রচনা করেছেন?
উত্তর: মরদন রচিত কাব্যগ্রন্থ।
৬. কার আদেশে দৌলত কাজী ‘সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী’ কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: শ্রী সুধর্ম রাজার আমলে তাঁর লঙ্কর উজির আশরাফ খানের আদেশে।
৭. ‘সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী’ কোন শতকের কাব্য?
উত্তর: সপ্তদশ শতাব্দী।
৮. সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী হিন্দি ভাষার কোন কাব্য অবলম্বনে রচিত?
উত্তর: হিন্দি কবি সাধন এর ‘মৈনাসত’।

৯. “পদ্মাবতী” কে রচনা করেন?
উত্তর: মহাকবি আলাওল।
১০. “পদ্মাবতী ” কোন জাতীয় রচনা?
উত্তর: ঐতিহাসিক প্রণয় উপাখ্যান।
১১. কোন ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: চিতোরের রানী পদ্মিনীর কাহিনী।
১২. আলাওলের অন্যান্য রচনার নাম করুন।
উত্তর: তোহফা, সেকান্দারনামা, সঙ্গীতন শাস্ত্র (রাগতাল নামা), বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলী ইত্যাদি।
১৩. আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাম কি কি?
উত্তর: দৌলত কাজী, আলাওল, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মরদন, আব্দুল করিম খোন্দকর।
১৪. আরাকানকে বাংলা সাহিত্য কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর: রোসাং বা রোসাঙ্গ নামে।
১৫. কবি আলাওল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: ফতেহাবাদের জালালপুরে।
১৬. মাগন ঠাকুর কে ছিলেন?
উত্তর: রোসাঙ্গ রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।
১৭. “নসীহত নামা” কোন জাতীয় গ্রন্থ? কে রচনা করেছেন?
উত্তর: মরদন রচিত কাব্যগ্রন্থ।
১৮. কার আদেশে দৌলত কাজী ‘সতি ময়না ও লোরচন্দ্রানী’ কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: শ্রী সুধর্ম রাজার আমলে তাঁর লঙ্কর উজির আশরাফ খানের আদেশে।
১৯. ‘সতি ময়না ও লোরচন্দ্রানী’ কোন শতকের কাব্য?
উত্তর: সপ্তদশ শতাব্দী।

২০. সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানী হিন্দি ভাষার কোন কাব্য অবলম্বনে রচিত?

উত্তর: হিন্দি কবি সাধন এর 'মৈনাসত'।

২১. “পদ্মাবতী ” কে রচনা করেন?

উত্তর: মহাকবি আলাওল।

২২. “পদ্মাবতী ” কোন জাতীয় রচনা?

উত্তর: ঐতিহাসিক প্রণয় উপাখ্যান।

২৩. কোন ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন?

উত্তর: চিতোরের রানী পদ্মিনীর কাহিনী।

২৪. আলাওলের অন্যান্য রচনার নাম করুন।

উত্তর: তোহফা, সেকান্দারনামা, সঙ্গীতন শাস্ত্র (রাগতাল নামা), বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলী ইত্যাদি।

পুঁথি সাহিত্য

১. শায়ের কারা?

উত্তর: পুঁথি সাহিত্যের রচয়িতার শায়ের বলা হয়।

২. পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক কবির রচয়িতা কে?

উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

৩. উল্লেখযোগ্য শায়েরের নাম কি?

উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মালে মুহম্মদ, আয়েজুদ্দিন, মুহম্মদ মুনশী, দানেশ প্রমুখ।

৪. পুঁথি সাহিত্যে কোন কোন ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে?

উত্তর: আরবী, ফার্সি, বাংলা, হিন্দি, তুর্কি প্রভৃতি।

৫. কালুগাজী ও চন্দ্রাবতী কোন ধরনের সাহিত্য?

উত্তর: পুঁথি সাহিত্য।

৬. পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি কে ছিলেন?
উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।
৭. ফকির গরীবুল্লাহ শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা কোন গ্রন্থে বিধৃত?
উত্তর: ইউসুফ- জুলেখা।
৮. প্রনোয়োপখ্যান জাতীয় উল্লেখযোগ্য পুঁথি সাহিত্য কি কি?
উত্তর: ইউসুফ- জুলেখা, সয়ফুলমূলক- বদিউজ্জমান, লায়লী- মজনু, গুলে- বকাওলী ইত্যাদি।
৯. যুদ্ধ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য পুঁথি সাহিত্য কি কি?
উত্তর: জঙ্গনামা, আমীর হামজা, সোনাভান, কারবালার যুদ্ধ ইত্যাদি।
১০. পীর পাঁচালী বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পুঁথি সাহিত্য কি কি?
উত্তর: গাজী- কালু চম্পাবতী, সত্য পীরের পুঁথি ইত্যাদি।

নাথ সাহিত্য

১. নাথ সাহিত্য কি?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক এক শ্রেণীর যোগী সমপ্রদায়ের নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।
২. নাথ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি কে কে?
উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ, ভীমসেন রায় ও শ্যামাদাস সেন।
৩. ‘গোরক্ষ বিজয়’র রচয়িতা কে?
উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।
৪. শেখ ফয়জুল্লাহ গোবক্ষ বিজয় কাহিনী কার মুখে শুনে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন?
উত্তর: ‘ভারত পাঁচাল’ রচয়িতা কবিন্দ্রের মুখে।
৫. ময়নামতি বা গোপীচন্দ্র অবলম্বনে রচিত গান প্রথম কে সংগ্রহ করেন?
উত্তর: জর্জ গিয়ার্সন। ১৮৭৮ সালে রংপুর থেকে।

৬. ময়নামতি গোপীচন্দ্রের গান কাব্যের উল্লেখযোগ্য রচয়িতা কে কে?
উত্তর: দুর্লভ মল্লিক, ভবানীদাস ও গুরু আহমেদ।
৭. গোরক্ষ বিজয় এর উপজীব্য বিষয় কি?
উত্তর: নাথ বিশ্বাস জাত যুগের মহিমা এবং নারী ব্যভিচারপ্রধান সমাজচিত্রের বর্ণনা।
৮. শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কয়টি ও কি কি?
উত্তর: ৫টি। যথা- (ক) গোরক্ষ বিজয় বা গোর্থ বিজয় (খ) গাজী বিজয় (গ) সত্যপরী (ঘ) জয়নালের চৌতিশা (ঙ) রাসানাম।
৯. “মীনচেতন” কে রচনা করেছেন?
উত্তর: শ্যামাদাস সেন।
১০. “মীনচেতন” কে সম্পাদনা করেছেন?
উত্তর: ডঃ নলীনিকান্ত ভট্টশালী।

বৈষ্ণব পদাবলী

১. বৈষ্ণব সাহিত্য কি?
উত্তর: বৈষ্ণব মতকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যকে।
২. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সূচনা ঘটে কবে?
উত্তর: চতুর্দশ শতকে।
৩. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিকাশ কাল কখন?
উত্তর: ষোড়শ শতকে।
৪. শাক্ত পদাবলী কোন শতকের সাহিত্য ছিল?
উত্তর: আঠারো শতক।
৫. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আদি কবি কে কে?
উত্তর: বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাস।

৬. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চতুষ্টি কে কে?

উত্তর: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস।

৭. বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কোন শতকের কবি?

উত্তর: চতুর্দশ শতক।

৮. জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস কোন শতকের কবি?

উত্তর: ষোড়শ শতক।

৯. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন?

উত্তর: ব্রজবুলী ভাষায়।

১০. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি কে কে?

উত্তর: বিদ্যাপতি, চণ্ডী দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, যশোরাজ খান, চাঁদকাজী, রামচন্দ বসু, বলরাম দাস, নরহরি দাস, বৃন্দাবন দাস, বংশীবদন, বাসুদেব, অনন্ত দাস, লোচন দাস, শেখ কবির, সৈয়দ সুলতান, হরহরি সরকার, ফতেহ পরমানন্দ, ঘনশ্যাম দাশ, গয়াস খান, আলাওল, দীন চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, হরিদাস, শিবরাম, করম আলী, পীর মুহম্মদ, হীরামনি, ভবানন্দ প্রমুখ।

১১. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি কে কে?

উত্তর: আলাওল, সৈয়দ সুলতান, আকবর, ফয়জুল্লাহ, আফজল, সালেহ বেগ, নাসির মাহমুদ, সৈয়দ আইনুদ্দীন, গয়াস খান, ফাজিল, নাসির মহম্মদ, আলীরজা, করম আলী।

১২. বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন কি কি?

উত্তর: রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

১৩. অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী কোন ভাষায় রচিত হয়েছে?

উত্তর: ব্রজবুলী ভাষায়।

১৪. শাক্ত পদাবলীর উল্লেখযোগ্য কবি কে কে?

উত্তর: রামপ্রসাদ সেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, আলীরজা, কমলাকান্ত, নন্দকুমার প্রমুখ।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের চতুষ্ঠয় ও তাদের রচিত গ্রন্থ:

- বিদ্যাপতি- রাজকণ্ঠের মণিমালা (কবিতা)
- চণ্ডীদাস- কীর্তিলতা
- জ্ঞানদাস- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- গোবিন্দ দাস- মাথুর ও মুরলীশিক্ষা

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি:

- যশোরাজ খান
- চাঁদকাজী
- রামচন্দ্র বসু
- বলরাম দাস
- নরহরি দাস
- বৃন্দাবন দাস
- বংশীবদন
- বাসুদেব
- অনন্ড দাস
- লোচন দাস
- হরহরি সরকার
- ফতেহ পরমানন্দ
- ঘনশ্যাম দাশ
- দীন চণ্ডীদাস
- চন্দ্রশেখর
- হরিদাস
- শিবরাম
- হীরামনি
- ভবানন্দ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবি:

- আলাওল
- সৈয়দ সুলতান
- আকবর
- শেখ ফয়জুলগাহ
- আফজল
- সালেহ বেগ
- নাসির মাহমুদ

- সৈয়দ আইনুদ্দীন
- গয়াস খান
- ফাজিল
- নাসির মহম্মদ
- আলীরজা
- করম আলী
- শেখ কবির
- পীর মুহম্মদ

মর্সিয়া সাহিত্য

১. মর্সিয়া সাহিত্য কি?

উত্তর: এক ধরনের শোককাব্য।

২. মর্সিয়া কথাটি এসেছে কোন ভাষা থেকে? এর অর্থ কি?

উত্তর: আরবী ভাষা থেকে; এর অর্থ শোক প্রকাশ করা।

৩. কোন মতবাদ প্রসারের ফলে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল হয়েছে?

উত্তর: শিয়া মতবাদ।

৪. ‘কাশিমের লড়াই’ মর্সিয়া কাব্যের রচয়িতা কে?

উত্তর: অষ্টাদশ শতকের কবি শেরবাজ।

৫. বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্য ধারার প্রথম কবি কে এবং তাঁর কাব্যের নাম কি?

উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ, ‘জয়নবের চৌতিশা’।

৬. মর্সিয়া সাহিত্য ধারার অন্যতম হিন্দু কবি কে এবং তাঁর কাব্যের নাম কি?

উত্তর: রাঁধাচরণ গোপ, ‘ইমামগণের কেচ্ছা’ ও ‘আফৎনামা’।

অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদ ও অনূদিত গ্রন্থ			
অনুবাদকের নাম	অনূদিত গ্রন্থ	মূলগ্রন্থ	মূল রচয়িতা
কুন্ডিলাস	রামায়ণ	রামায়ণ	বাণ্মীকি
কাশীরাম দাস	মহাভারত	মহাভারত	ব্যাসদেব
মালাধর বসু	ভাগবত	ভাগবত পুরাণ	ব্যাসদেব
মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	ভাগবত	
নরসিংহ দাস ও নরোত্তম দাস	হংসদূত	হংসদূত	রূপগোস্বামী
সাবিরিদ খান	বিদ্যাসুন্দর	চৌরপঞ্চাশিকা, বিদ্যাসুন্দরম	বিলহন, বররুচি
শাহ মুহম্মদ সগীর, আব্দুল হাকিম, ফকীর গরীবুল্লাহ	ইউসুফ জোলেখা	ইউসুফ ওয়া জুলয়খা	জামী
দৌলত উজির বাহারাম খান	লায়লী মজনু	লায়লা ওয়া মজনুন	আবদুর রহমান জামি/নিজামী
আলাওল, দোনাগাজী	সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামান	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-
আলাওল	সপ্তপয়কর	হফত পয়কর	নিজামী
	সিকান্দারনামা	সিকান্দারনামা	নিজামী
	তোহফা	তোহফাতুন নেসায়েহ	ইউসুফ গদা
	পদ্মাবতী	পদুমাবত	মালিক মুহাম্মদ জায়সী
নওয়াজিস খাঁ, মুহাম্মদ মুকীম	গুল-ই বকাওলী	আজুলমূলক গুল-ই বকাওলী	ইজ্জতুল্লাহ
শেখ পরাণ, আবদুল হাকীম, শেখ সুলায়মান	ইসিহৎনামা	-	-
শেখ পরান, আবদুল করিম ও মীর মুহাম্মদ শফী	নূরনামা	-	-
সৈয়দ হামজা	হাতেম তাই	আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা	-
	আমীর হামজা	কিসসা-ই-আমীর হামজা	মোল্লা জালাল বালখি
	মধুমালতী	মধুমালত	মনবান
ফকির গরীবুল্লাহ	মকতুল হোসেন	-	-
কাজী দৌলত ও আলাওল	সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী	মৈনাসত	সাধন
ব্রাসি হ্যালহেড	<i>A Code of Gentoo Laws</i>		
হেনরি ফরস্টার	কর্নওয়ালিস কোর্ড		
কবীন্দ্র পরমেশ্বর	পরাগল মহাভারত		

শ্রীকর নন্দী	ছুটিখানী মহাভারত		
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	ভ্রান্তিবিলাস	<i>Comedy of Errors</i>	উইলিয়াম শেক্সপীয়র
	বেতাল পঞ্চবিংশতি	বৈতাল পচসী (হিন্দি)	
	শকুন্তলা	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্	কালিদাস
	সীতার বনবাস	ভবভূতির 'উত্তরচরিত' ও রামায়নের 'উত্তরকাণ্ড', চেম্বার্সের এর 'জীবনচরিত'; ও 'কথামালা'- ঈশপের ফেবলস অবলম্বনে	
	ঋজুপাঠ (প্রথম ভাগ)	পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান	
	ঋজুপাঠ (প্রথম ভাগ)	রামায়নের 'অযোদ্ধা কাণ্ড'	
	বোধোদয়	কয়েকটি ইংরেজি পুস্তক	
	কথামালা	ঈশপ ফেবলস	ঈশপ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	<i>Tree Without Roots</i> (ইংরেজি অনুবাদ)	লালসালু	
	<i>Larbre Sams Maeme</i> (ফরাসি অনুবাদ)		
E.M. Milford	<i>Field of Embroidery Quilt</i>	নকশী কাঁথার মাঠ	জসীম উদ্দীন
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	<i>Nil Darpan or The Indigo Planting Mirror</i> (ইংরেজি অনুবাদ)	নীল দর্পন	দীনবন্ধু মিত্র
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	The Abbey of Bliss	আনন্দমঠ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রী অরবিন্দ	Ananda Math		
রবীন্দ্রনাথ ও W.B. Yeats	<i>Song of Offerings</i> (ভূমিকা লেখেন W.B. Yeats)	গীতাঞ্জলি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিবব্রত বর্মণ	কদর্য এশীয়	দি আগলি এশিয়ান	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

আধুনিক যুগের সাহিত্যকর্ম

বাংলা উপন্যাস

- ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ সিভিলিয়নদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে। এটা থেকেই এ উপমহাদেশে মানুষ ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসে এবং সেদিন থেকে আমাদের সাহিত্যে পরিবর্তন আসে।
- বাংলা সাহিত্যে প্রথম গদ্যে লেখা পাওয়া যায় “ফুলমনি ও করুণার বিবরণ” নামে এবং লেখক ইংরেজ মহিলা হ্যানা ক্যাথরিন মুলেন্স।
- বাংলা উপন্যাস ধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ প্যারীচাঁদ মিত্র। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্র লেখেন “আলালের ঘরের দুলাল”। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৮৫৮ সাল।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস “দূর্গেশনন্দিনী” লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসিক।
- বঙ্কিম চন্দ্র ১৪টি উপন্যাস লিখেছেন এবং তার শ্রেষ্ঠ রচনা “কৃষ্ণকান্তের উইল”।
- মীর মশাররফ হোসেনের কালজয়ী সৃষ্টি “বিষাদ সিন্ধু” উপন্যাস।
- বাংলা উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন জমিদার শাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। মূলত শরৎ চন্দ্রের হাতে উপন্যাস তৈরীর যাদু ছিল। শরৎচন্দ্রকে তাই “অপরাজেয় কথাশিল্পী” উপাধি দেয়া হয়েছে।
- তারাকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস- গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা ও পঞ্চগ্রাম।
- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী।
- শওকত ওসমান বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম।
- সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ “বিশিষ্ট কথাশিল্পী” হিসেবে পরিচিত।
- সাম্প্রতিক কালে হুমায়ুন আহমেদের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশী।
- কবি ও ছোটগল্পকার হলেও উপন্যাস সাহিত্যে শামসুল হকের কৃতিত্ব রয়েছে।

উপন্যাস ও উপন্যাসিক

উপন্যাস	উপন্যাসিক
আলালের ঘরে দুলাল, অভেদী	প্যারীচাঁদ মিত্র
গাজী মিয়ার বস্তানী, রত্নবতী	মীর মশাররফ হোসেন
বেগের মেয়ে, কাঞ্চনমালা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
রমা সুন্দরী, রত্নদীপ	প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
রায়নন্দিনী, তারাবাঈ	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
মরুর কুসুম, ঘরের লক্ষ্মী, হীরন রেখা, সোনার কাঁকন, পায়ের পথে	শাহাদাত হোসেন

পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, অশনিসংকেত, মেঘমালায়	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপের নেশা, ভাস্কর্য	গোলাম মোস্তফা
অরণ্য বহি, ইমারত, কালিন্দী, চাপা ডাঙ্গার বউ, জলসা ঘর, না, কবি, রাধা, নিশিপদ্ম, একটি কালো মেয়ের কথা (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বড়দিদি, শ্রীকান্ত, পথের দাবী, গৃহদাহ, দেবদাস, দত্তা, পল্লীসমাজ, শেষপ্রশ্ন, মেজদিদি, চন্দ্রনাথ, শুভদা, বিপ্রদাশ, দেনা-পাওনা, বৈকুণ্ঠের উইল, নিষ্কৃতি, শেষের পরিচয়, নববিধান, পরিণীতা, বিরাজ বৌ, চরিত্রহীন	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
রাজসিংহ, আনন্দ মঠ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
করণা, বৌ ঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি, শেষের কবিতা, ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়, গোরা, চোখের বালি, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, দুইবোন, চতুরঙ্গ, মালঞ্চ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যথার দান, বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা	কাজী নজরুল ইসলাম
বোবা কাহিনী	জসীম উদ্দিন
অবিশ্বাস্য, শবনম	সৈয়দ মুজতবা আলী
সত্যমিথ্যা, আবেহায়াৎ, জীবন ক্ষুধা	আবুল মনসুর আহমেদ
মাল্যবান, জলপাইহাটি	জীবনানন্দ দাশ
তৃণখন্ড, জঙ্গম, দ্বৈরথ, নবদিগন্ত, আইনের বাইরে, সপ্তর্ষি, শিক্ষার ভিত্তি	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
সাহসিকা, চৌচির, রাঙা প্রভাত, জীবন পথের যাত্রী	আবুল ফজল
বাসর ঘর, রডড্রেনগুচ্ছ, তিথিডোর, জঙ্গম, নির্জন স্বাক্ষর	বুদ্ধদেব বসু
পদ্ম মেঘনা যমুনা, প্রপঞ্চ, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, সংকর সংকীর্ণন, সোচ্চার উচ্চারণ	আবু জাফর শামসুদ্দীন
নোঙর, ডোবা হলো দিঘি, এলোমেলো, সামনে নতুন দিন	আবু রুশদ
সূর্য দীঘল বাড়ি, মহাপতঙ্গ, হারেম	আবু ইসহাক
সংশপ্তক, সারেং বৌ	শহীদুল্লাহ কায়সার
কাশবনের কন্যা, কাঞ্চন গ্রাম, কাঞ্চন মালা	শামসুদ্দীন আবুল কালাম
উত্তম পুরুষ, প্রসন্ন প্রহর, আমার যত গ্লানি, প্রেম একটি লাল গোলাপ	রশীদ করিম
চন্দ্র দ্বীপের উপখ্যান, শেষ রজনীর চাঁদ, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, সুন্দর হে সুন্দর	আব্দুল গফফার চৌধুরী
কালো জ্যোৎস্নায় চন্দ্র মল্লিকা, নরকে লাল গোলাপ, নিঃশব্দে যাত্রা, পাটরাণী, প্রিয় প্রিন্স, ফেরারী ডাইরী, মায়াবী প্রহর, তেইশ নম্বর তেলচিত্র	আলাউদ্দীন-আল-আজাদ
অবচেতন, অমৃত কুণ্ডের সন্ধান, অশ্লীল, এপার ওপার গঙ্গা, গন্তব্য, ছিন্নবাধা, জগদল, ধর্মিতা, বিবর, বিশ্বাস, নিষ্ঠুর দদী, বাঘিনী, নয়নপুরের মাটি	সমরেশ বসু
খেলারাম খেলে যা, সীমান্ত ছাড়িয়ে, নিষিদ্ধ লোবান	সৈয়দ শামসুল হক
পোড়ামাটির কাজ	আব্দুল মান্নান সৈয়দ
ওয়াই কিকি, কোজাগর, কোয়েলের কাছে, জলছবি, দূরের ভোর, পরিধি, বাংলিপোসির দু'রাতির, বিন্যাস, মাধুকরী, একটু উষ্ণতার জন্য	বুদ্ধদেব গুহ
খোঁয়াড়ী, চিলেকোঠার সেপাই, দুধে-ভাতে উৎপাত, দোষখের ওম, খোয়াব নামা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন, আমাদের শহরে একদল দেবদূত, আমার অবিশ্বাস, ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল, নারী, সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে, দ্বিতীয় লিঙ্গ, নিবিড় নীলিমা, নরকে অনন্ত ঋতু	হুমায়ুন আজাদ
উৎস থেকে নিরন্তর, জলোচ্ছাস, হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, পোকা মাকড়ের ঘর বসতি, নীল ময়ূরের যৌবন, নিরন্তর ঘন্টা ধ্বনি,	সেলিনা হোসেন
নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, অচিনপুর, অন্যদিন, আগুনের পরশমনি, নক্ষত্রের রাত, ময়ূরাক্ষী, শ্রাবন মেঘের দিন, শুভ্র	হুমায়ুন আহমেদ
ওঙ্কার, একজন আলী কেনানের উত্থান	আহমদ ছফা
দুঃখ কষ্ট, রাধা ও কৃষ্ণ, কালো ঘোড়া, সুন্দরী কমলা, পরকীয়া, ভালবাসার সুখ দুঃখ, আজকের দেবদাস, যুবরাজ, প্রিয়দর্শিনী	ইমদাদুল হক মিলন

উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস

১. প্যারিচাঁদ মিত্র- আলালের ঘরের দুলাল
২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা
৩. মীর মশাররফ হোসেন- বিষাদসিন্ধু
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- গোরা, চোখের বালি, যোগাযোগ, শেষের কবিতা
৫. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- চরিত্রহীন, দেবদাস, শ্রীকান্ত, শেষপ্রশ্ন
৬. বেগম রোকেয়া- মতিচূর, সুলতানার স্বপ্ন
৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়- আরণ্যক, অপূর সংসার, পথের পাঁচালী, চাঁদের পাহাড়
৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- পদ্মানদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, চিহ্ন, অহিংসা
৯. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়- হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, আরোগ্য নিকেতন
১০. জীবনানন্দ দাশ- কারুবাসনা, মাল্যবান
১১. কাজী নজরুল ইসলাম- মৃত্যুক্ষুধা
১২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী- বেনের মেয়ে
১৩. কমলকুমার মজুমদার- অন্তর্জলী যাত্রা, সুহাসিনীর পমেটম, নিম্ন অল্পপূর্ণা
১৪. অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস একটি নদীর নাম
১৫. বুদ্ধদেব বসু- রাত ভর বৃষ্টি, তিথিডোর
১৬. সমরেশ বসু- প্রজাপতি, গঙ্গা, মোক্তার দাদুর কেতু বধ
১৭. কাজী ইমদাদুল হক- আবদুল্লাহ
১৮. সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ- লালসালু, কাঁদো নদী কাঁদো, চাঁদের অমাবশ্যা

১৯. শওকত ওসমান- ক্রীতদাসের হাসি, জলাঙ্গী
২০. আশাপূর্ণা দেবী- সুবর্ণলতা, প্রথম প্রতিশ্রুতি
২১. মহাশ্বেতা দেবী- হাজার চুরাশির মা
২২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়- উপনিবেশ
২৩. সতীনাথ ভাদুড়ী- টোঁড়াই চরিতমানস
২৪. প্রমথনাথ বিশী- কেরী সাহেবের মুন্সী
২৫. বিমল মিত্র- কড়ি দিয়ে কেনা, সাহেব বিবি গোলাম
২৬. যাযাবার- দৃষ্টিপাত
২৭. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়- লুলু, কংকাবতী, ডমরু- চরিত
২৮. মৈত্রেয়ী দেবী- ন হন্যতে
২৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার- মধু সাধুখাঁ, মহিষকুড়ার উপকথা
৩০. লীলা মজুমদার- মেঘের সাড়ি ধরতে নারি, নোটর দল
৩১. আবু ইসহাক- সূর্যদীঘল বাড়ি
৩২. রশীদ করীম- মায়ের কাছে যাচ্ছি
৩৩. শংকর- বিভবাসনা, চৌরঙ্গী, নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি
৩৪. শিবরাম চক্রবর্তী- ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা
৩৫. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়- শাপ মোচন
৩৬. বনফুল- মৃগয়া
৩৭. সুবোধ ঘোষ- শতকিয়া
৩৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী- মীরার দুপুর
৩৯. শামসুদ্দীন আবুল কালাম- কাশবনের কন্যা
৪০. শহীদুল্লা কায়সার- সংশ্লুক
৪১. জহির রায়হান- শেষ বিকালের মেয়ে, বরফ গলা নদী, আরেক ফাল্গুন, হাজার বছর ধরে
৪২. গজেন্দ্রকুমার মিত্র- পৌষ ফাগুনের পালা, কলকাতার কাছেই
৪৩. সৈয়দ শামসুল হক- খেলারাম খেলে যা, নিষিদ্ধ লোবান
৪৪. আল মাহমুদ- উপমহাদেশ, পুরুষ সুন্দর
৪৫. আনোয়ার পাশা- রাইফেল রোটি আওরাত
৪৬. দেবেশ রায়- তিস্তাপুরাণ, তিস্তাপারের বৃত্তান্ত
৪৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব- পশ্চিম
৪৮. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়- কুবেরের বিষয় আশয়, দারাসিকো

৪৯. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়- কুকুর সম্পর্কে দু একটি কথা যা আমি জানি
৫০. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ- অলীক মানুষ
৫১. শওকত আলী- প্রদোষে প্রাকৃতজন
৫২. হাসান আজিজুল হক- আগুনপাখি
৫৩. আলাউদ্দীন আল আজাদ- তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
৫৪. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস- খোয়াবনামা, চিলেকোঠার সেপাই
৫৫. প্রেমাস্কুর আতরী- মহাশুভির জাতক
৫৬. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়- দূরবীন, পারাপার, মানবজমিন
৫৭. মাহমুদুল হক- জীবন আমার বোন, কালোবরফ, মাটির জাহাজ, খেলাঘর, অনুর পাঠশালা
৫৮. আহমদ হুফা- একজন আলী কেনার উত্থান- পতন, অলাতচক্র, পুষ্প- বৃক্ষ- বিহঙ্গপুরাণ, ওঙ্কার, অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী
৫৯. মিহির সেনগুপ্ত- বিষাদবৃক্ষ
৬০. হুমায়ুন আজাদ- পাক সার জমিন সাদ বাদ, ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল, সব কিছু ভেঙে পড়ে, শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার, রাজনীতিবিদগণ, ১০০০০, আরো একটি ধর্ম
৬১. হুমায়ুন আহমেদ- নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, জোৎস্নাও জননীর গল্প
৬২. আবুল বাশার- ফুলবউ
৬৩. হাসনাত আবদুল হাই- নভেরা
৬৪. রিজিয়া রহমান- রক্তের অক্ষর, বং থেকে বাংলা
৬৫. সমরেশ মজুমদার- অগ্নিরথ, গর্ভধারিণী, সাতকাহন, উত্তরাধিকার
৬৬. সেলিনা হোসেন- কাঠকয়লার ছবি, গায়ত্রী সন্ধ্যা, লারা, নীলময়ূরের যৌবন, হাঙর নদী গ্রেনেড
৬৭. অভিজিৎ সেন- রহচঞ্চালের হাড়
৬৮. সেলিম আল দীন- চাকা
৬৯. ইমদাদুল হক মিলন- নুরজাহান
৭০. শেখ আব্দুল হাকিম- অপরিণত পাপ
৭১. বুদ্ধদেব গুহ- হলুদ বসন্ত
৭২. বিমল কর- অসময়, এক অভিনেতার মৃত্যু
৭৩. মুহম্মদ জাফর ইকবাল- আমি তপু, আমার বন্ধু রাশেদ, মহব্বত আলীর একদিন
৭৪. নবারুণ ভট্টাচার্য- হার্বাট
৭৫. জহির রায়হান- সূর্য গ্রহণ
৭৬. চানক্য সেন- পুত্র পিতাকে

৭৭. মলয় রায়চৌধুরী- নামগন্ধ
৭৮. বাসুদেব- খেলাঘর
৭৯. সুবিমল মিশ্র- ওয়ানপাইস ফাদার মাদার অথবা শতাব্দির শেষ ইউলিসিস
৮০. রবিশংকর বল- দোজখনামা
৮১. আলোক সরকার- জ্বালানী কাঠ জ্বলো
৮২. স্বপ্নময় চক্রবর্তী- চতুষ্পাঠী
৮৩. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়- নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক জলযান
৮৪. তিলোত্তমা মজুমদার- রাজপাঠ, বসুধার জন্য
৮৫. আনিসুল হক- মা
৮৬. শহীদুল জহির- জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, সে রাতে পূর্ণিমা ছিল
৮৭. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও ব্রাত্য রাইসু- যোগাযোগের গভীরসমস্যা নিয়ে কয়েকজন একা একা
৮৮. সুচিত্রা ভট্টাচার্য- কাছের মানুষ
৮৯. সেলিম মোরশেদ- সাপ লুডু খেলা
৯০. নাসরীন জাহান- উড্ডুদ্ধ
৯১. জাকির তালুকদার- মুসলমানমঙ্গল
৯২. শাহীন আখতার- তালাশ
৯৩. সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ- কালকেতু ও ফুল্লুরা
৯৪. এবাদুর রহমান- দাস ক্যাপিটাল, গুলমোহর রিপাবলিক
৯৫. পাপড়ি রহমান- বয়ন
৯৬. শ্যামল ভট্টাচার্য- প্রজাপতির দুর্গ
৯৭. শরমিনী আব্বাসী- আমার মেয়েকে বলি
৯৮. শাহরিয়ার কবির- একাত্তরের যীশু
৯৯. মামুন হুসাইন- নিক্রপলিস
১০০. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- বিবাহবার্ষিকী

বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত উপন্যাস

টেকচাঁদ ঠাকুর:

- আলালের ঘরে দুলাল (১৮৫৮)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

- দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)
- বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)
- কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)
- আনন্দমঠ (১৮৮২)
- দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪)

রমেশচন্দ্র দত্ত:

- বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪)
- সংসার (১৮৮৬)
- সমাজ (১৮৯৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

- নৌকাডুবি (১৯০৬)
- গোরা (১৯১০)
- ঘরে বাইরে (১৯১৬)
- চতুরঙ্গ (১৯১৬)
- শেষের কবিতা (১৯২৯)

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়:

- রমা সুন্দরী (১৯০৮)
- রত্নদ্বীপ (১৯১৫)
- মনের মানুষ (১৯২২)
- সতীর পতি (১৯২৮)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

- বড়দিদি (১৯১৩)
- বিরাজবৌ (১৯১৪)
- গৃহদাহ
- দত্তা
- শ্রীকান্ত
- চরিত্রহীন

- বামুনের মেয়ে
- দেবদাস
- পল্লী সমাজ

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়:

- ধাত্রী দেবতা (১৯৩৯)
- গণদেবতা (১৯৪২)
- হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)
- জলসা ঘর (১৯৪২)
- পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩)

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়:

- পথের পাঁচালী (১৯২৯)
- অপরাজিতা (১৯৩১)
- আরণ্যক (১৯৩৮)
- দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫)
- ইছামতি (১৯৪৯)

মানিক বন্দোপাধ্যায়:

- পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬)
- পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)
- শহরতলী (১৯৪০)
- শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)
- অহিংসা (১৯৪১)
- সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ:

- লালসালু (১৯৪৮)
- চাঁদের অমাবস্যা (১৯৪৫)
- কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৫)

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস:

- চিলে কোঠার সেপাই (১৯৮৭)
- খোয়াবনামা (১৯৯৩)

উপন্যাসের শ্রেণীবিন্যাস নাম

১. ঐতিহাসিক উপন্যাস	মহাকর্ষ, জীবন প্রভাত, রাপুত জীবন-সন্ধ্যা	রমেশচন্দ্র দত্ত
	রাজসিংহ, আনন্দ মঠ, চন্দ্রশেখর	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	বিষাদ সিন্ধু	মীর মশাররফ হোসেন
২. সামাজিক উপন্যাস	কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	আনোয়ারা, প্রেমের সমাধি	নজিবুর রহমান
	পল্লী সমাজ, গৃহদাহ, দেনা-পাওনা, বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
	আব্দুল্লাহ	কাজী ইমদাদুল হক
৩. কাব্য ধর্মী উপন্যাস	শেষের কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ব্যথার দান	কাজী নজরুল ইসলাম
	যেদিন ফুটল ফুটল ফুল, সাড়া, তিথিডোর	বুদ্ধদেব বসু
৪. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	চোখের বালি, ঘরে বাইরে	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	দিবা-রাত্রির কাব্য	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৭. আত্মজীবনী মূলক ভ্রমণ উপন্যাস	দেশে-বিদেশে	সৈয়দ মজুতাব আলী
	পথে-প্রবাসে	আব্দাশংকর রায়
	মহাপ্রস্থানের পথে	প্রবোধ কুমার সান্নাল
	বিলেতে সাড়ে সাতশ	মুহাম্মদ আব্দুল হাই
৯. আঞ্চলিক উপন্যাস	কবি, হাঁসুলি বাকের উপকথা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	পদ্মানদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
	তিতাস একটি নদীর নাম	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
	ঔলসালু	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
	গঙ্গা	সমরেশ বসু

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস

উপন্যাসিক	উপন্যাস	প্রকাশকাল
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	Rajmohon's wife (ইংরেজি)	১৮৬২
	দুর্গেশনন্দিনী (বাংলা)	১৮৬৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বৌ ঠাকুরানীর হাট	১৮৮৩
কাজী নজরুল ইসলাম	বাঁধনহারা	১৯২৭

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	পথের ডাক	১৯৪৯
আবদুল গাফফার চেন্দুরী	চন্দ্রদীপের উপাখ্যান	১৯৬০
আবদুল মান্নান সৈয়দ	পরিপ্রেক্ষিতের দাসদাসী	১৯৭৪
আবু ইসহাক	সূর্যদীঘল বাড়ি	১৯৫৫
আবুল ফজল	চৌচির	১৯৩৪
আলাউদ্দিন আল আজাদ	তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	১৯৬০
মানিক বন্দোপাধ্যায়	দিবারাত্রির কাব্য	-
শওকত ওসমান	বনি আদম	১৯৪৩
শহীদুল্লাহ কায়সার	সারেং বৌ	১৯৬২
মীর মশাররফ হোসেন	রত্নাবতী	১৮৬৯
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	চিলেকোঠার সেপাই	-
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	লালসালু	-
প্যারীচাঁদ মিত্র	আলালের ঘরের দুলাল	১৮৫৮
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রমাসুন্দরী	১৯০৮
বেগম রোকেয়া	পদ্মরাগ	-
আহসান হাবীব	অরণ্য নীলিমা	১৯৬৫
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	বেদে	১৯২৮

বাংলা উপন্যাসে যা কিছু প্রথম

বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস (বাঙালি কর্তৃক): রচয়িতা : প্রকাশকাল :	আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৭ সাল
বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস (অবাঙালি কর্তৃক): রচয়িতা : প্রকাশকাল :	ফুলমনি ও করুণার বিবরণ হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেস ১৮৫২ সাল
বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বার্থক রোমান্টিক উপন্যাস: রচয়িতা : প্রকাশকাল :	দুর্গেশনন্দিনী (ইংরেজি: Rajmohan's Wife) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫ সাল ও ১৮৬২ সাল
বাংলা ভাষার রচিত প্রথম প্রণয়োপাখ্যান : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	ইউসুফ জোলেখা শাহ মুহম্মদ সগীর ১৪-১৫ শতকের মধ্যে
বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	কপালকুন্ডলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৬ সাল

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক :	স্বর্ণকুমারী দেবী
উপন্যাস :	মেবার রাজ
প্রকাশকাল :	১৮৭৭ সাল।

বাংলা নাটক

প্রথম প্রকাশিত নাটক	
লেখক	নাটক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রত্নচন্ড
কাজী নজরুল ইসলাম	আলেয়া
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	ঝড়ের পাখি
আবদুল হক	অদ্বিতীয়া
আব্দুল্লাহ আল মামুন	সুবচন নির্বসনে
আবুল ফজল	আলোকলতা
আলাউদ্দিন আল আজাদ	মরক্কোর জাদুঘর
নুরুল মোমেন	নেমেসিস
মামুনুর রশিদ	ওরা কদম আলী
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্ত প্রান্তর
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	শর্মিষ্ঠা
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	প্রফুল্ল
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	তারাবাঈ

বাংলা নাটকে যা কিছু প্রথম

১. প্রথম গণমুখী বাংলা নাটক “নীলদর্পণ” (১৮৬০)
২. বাংলাদেশে মঞ্চায়িত প্রথম নাটক “বাকি ইতিহাস”
৩. একুশের প্রথম নাটক “কবর” (১৯৫৩)
৪. প্রথম আধুনিক বাংলা নাটক “শর্মিষ্ঠা” (১৮৫৯)
৫. প্রথম মৌলিক ট্র্যাজেডি নাটক “কীর্তিবিলাস” (১৮৫২)
৬. প্রথম বাংলা নাটক (মুসলমান রচিত) “বসন্তকুমারী” (১৮৭৩)
৭. প্রথম মুসলমান নাট্যকার মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)
৮. বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
৯. প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক “কৃষ্ণকুমারী” (১৮৬১)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক

১. আব্বার উদ্দীন - নাদির শাহ (১৯৩২)
২. আসকার ইবনে শাইখ - অগ্নিগিরি।
৩. ইব্রাহিম খাঁ - কামাল পাশা (১৩৩৪ বাং)
৪. ইব্রাহিম খলিল - স্পেন বিজয়ী মুসা
৫. গিরীশ চন্দ্র ঘোষ - সিরাজউদৌল্লা (১৯০৬)
৬. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় - সাজাহান (১৯০৯)
৭. মধুসূদন দত্ত - কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
৮. মহেন্দ্র গুপ্ত - টিপু সুলতান
৯. মুনির চৌধুরী - রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২)
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬ বাং)
১১. শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত - সিরাজউদৌল্লা
১২. শাহাদাৎ হোসেন - সরফরাজ খাঁ
১৩. ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ - বাংলার মসনদ
১৪. সিকান্দার আবু জাফর - সিরাজউদৌল্লা (১৯৬৫)

বিখ্যাত সামাজিক নাটক

১. অমৃত লাল বসু - ব্যাপিকা বিদায়
২. আসকার ইবনে শাইখ - প্রচ্ছদপট
৩. আনিস চৌধুরী - মানচিত্র (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)
৪. গিরীশ চন্দ্র ঘোষ - প্রফুল্ল (১৮৮৯)
৫. জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর - অলীক বাবু
৬. তুলসী লাহিড়ী - ছেঁড়া তার, দুঃখীর ইসান
৭. দীনবন্ধু মিত্র - নীল দর্পন (১৮৬০)
৮. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় - পুনর্জন্ম
৯. নূরুল মোমেন - নয়া খানদান
১০. বিজন ভট্টাচার্য - নবান্ন
১১. মীর মোশারফ হোসেন - জমিদার দর্পন (১৮৭৩)
১২. মুনির চৌধুরী - চিঠি (১৯৬৬), দলকরণ্য (১৯৬৬)
১৩. রাম নারায়ণ তর্করত্ন - কুলিনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪)
১৪. রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর - চিরকুমার সভা (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)
১৫. সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ - বহিপীর (১৯৬০)

কতিপয় অপরিচিত নাটক ও রচয়িতা

১. আজান, সুলতান মাহমুদ, মুজাহিদ, নাদির শাহ - আকবর উদ্দিন (পরিচিত নাটক - সিদ্ধু বিজয়)
২. ওগো পুষ্প ধন, গ্রামের মায়া, পল্লী বধু, মধুমালা - জসীমউদ্দীন (পরিচিত - পদ্মাপার, বেদের মেয়ে)
৩. একটি সকাল, আলোক লতা, স্বয়ংস্বরা - আবুল ফজল
৪. মছয়া, মা, অহংকার, কাঞ্চন - আযিমউদ্দিন
৫. স্মাগলার - কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস
৬. যদি এমন হতো, যেমন ইচ্ছা তেমন, শতকরা আশি, আলোছায়া, নয়া খানদান- নূরুল মোমেন (পরিচিত নাটক- রূপান্তর, নেমেসিস- প্রথম নাটক)
৭. সয়লাব - আশরাফুজ্জামান
৮. ত্রিমাত্রিক, ধান কলম, মেহের নিগার ঝড়ের পাখী, শিলা ও শৈলী, সুর ও ছন্দ - আ. ন. ম. বজলুর রশিদ (পরিচিত নাটক - উত্তর ফাল্গুনী)
৯. পোড়োবাড়ী, বোবা মানুষ, দুর্নিবার, শেষ রাতের তারা - আলী মনসুর
১০. রুগ্ন পৃথিবী, ভোট ভিখারী, ব্যতিক্রম, এই পার্কে, দিগ্বিজয়ী চোরাকারবারী - ওবায়দুল হক
১১. সমাধি, ফিরিঙ্গীরাজ - ইব্রাহিম খলিল (পরিচিত বা বিখ্যাত নাটক - স্পেন বিজয়ী মুসা)
১২. নৌফেল ও হাতেম - ফররুখ আহমেদ
১৩. শকুন্ত উপাখ্যান, সিরাজউদ্দলা, মহাকবি আলাওল - সিকান্দর আবু জাফর
১৪. তিনটি ছোট নাটক, বাগদাদের কবি, এতিমখানা, কাকরমণি - শওকত ওসমান (বিখ্যাত নাটক - আমলার মামরা, তক্ষর লক্ষর, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা)
১৫. সোনার ডিম, ফেরদৌসী - আবদুল হক (বিখ্যাত - অদ্বিতীয়া)
১৬. নব মেঘদূত, সূর্যাস্তের পর, মনোনীতা - ড: নীলিমা ইব্রাহিম (বিখ্যাত নাটক - দুয়ে দুয়ে চার, যে অরন্যে আলো নেই)
১৭. সুড়ঙ্গ - সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ (বিখ্যাত নাটক - বহির্পীর, তরঙ্গ ভঙ্গ)

বাংলা ছোটগল্প

স্বর্ণকুমারী দেবী: বাংলা সাহিত্যে প্রথম সচেতন ছোটগল্পকার।

- নবকাহিনী: স্বর্ণকুমারী দেবী'র গল্পগ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বার্থক ছোটগল্পকার।

- দেনাপাওনা: বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক ছোটগল্প।

- ভিখারিনী: প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প।
- ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা: ছোটগল্পের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতার অংশবিশেষ।

বিখ্যাত ছোটগল্প ও গল্পকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

- গল্পগুচ্ছ
- গল্পস্বল্প
- তিনসঙ্গী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়:

- ষোড়শী (১৯০৬)
- গল্পবীথি (১৯১৬)
- গল্পাঞ্জলী (১৯১৩)
- নূতন বউ (১৯২৯)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

- বিন্দুর ছেলে (১৯১৪)
- ছবি (১৯২০)
- মেজদিদি (১৯১৫)
- কাশীনাথ স্বামী

শওকত ওসমান:

- জুনা আপা ও অন্যান্য (১৯৫১)
- প্রস্তর ফলক (১৯৬৪)

আবু রুশদ:

- প্রথম যৌবন (১৯৪৮)
- শাড়ী বাড়ী গাড়ী (১৯৬৩)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ:

- দুই তীর (১৯৬৫)
- নয়নচারা (১৯৫১)

সরদার জয়েনউদ্দীন:

- নয়ন ঢুলী (১৯৫২)
- খরস্রোতা (১৯৫৫)

- অষ্টমপ্রহর (১৯৭৩)

আবু ইসহাক:

- মহপতঙ্গ (১৯৫৩)
- হারেম (১৯৬২)

শামসুদ্দীন আবুল কালাম:

- ঢেউ (১৯৫৩)
- পথ জানা নেই (১৯৫৩)
- শাহের বানু (১৯৫৭)

আলাউদ্দিন আল আজাদ:

- অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮)
- জেগে আছি (১৯৫০)
- ধানকন্যা (১৯৫১)

জহির রায়হান:

- সূর্য গ্রহন (১৯৫৫)

সৈয়দ শামসুল হক:

- আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭)
- শীতের সকাল (১৯৫৯)

অন্নদাশঙ্কর রায়:

- প্রকৃতি পরিহাস (১৯৩৪)
- মনপবন (১৯৪৬)
- যৌবন জ্বালা (১৯৫০)
- কামিনী কাঞ্চন (১৯৫৪)

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত:

- টুটা- ফাটা
- আকাশ বসন্ত
- হাড়ি মুচি ডোম
- কাঠ খড় কেরোসিন
- চাষাভুষা
- ইতি
- অধিবাস

- একরাত্রি
- ডবলডেকার

আবুল মনসুর আহমেদ:

- আয়না (১৯৩৫)
- ফুড কনফারেন্স (১৯৪০)
- আসমানী পর্দা (১৯৬৪)
- গ্যালিভারের সফরনামা

আবুল ফজল:

- মাটির পৃথিবী
- মৃত্যুর আত্মহত্যা

আকবর হোসেন:

- আলোছায়া (১৯৬৪)

আবু রশাদ:

- শাড়ী- বাড়ী- গাড়ী
- স্বনির্বাচিত গল্প
- প্রথম যৌবন
- মহেন্দ্র
- মিষ্টান্ন ভান্ডার

আবু ইসহাক:

- মহাপতঙ্গ
- হারেম

আবদুল হক:

- রোকেয়ার নিজের বাড়ী (১৯৬৭)

আবদুস শাকুর:

- এপিট্যাফ
- ক্ষীয়মান
- ধস

আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ:

- সম্রাজ্ঞীর নাম

আহমেদ রফিক:

- অনেক রঙের আকাশ

আবদুল গাফফার চৌধুরী:

- কৃষ্ণপক্ষ
- সম্রাটের ছবি
- সুন্দর হে সুন্দর

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন:

- চিরকুট
- ওম শান্তি
- শালবনের রাজা
- নল খাগড়ার সাপ
- নেপথ্য নাটক
- নিষিদ্ধ শহর
- নির্বাচিত গল্প

আল মাহমুদ:

- পানকৌড়ির রক্ত

আবদুল মান্নান সৈয়দ:

- সত্যের মত বদমাস
- চল যাই পরোক্ষ
- মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস:

- অন্যঘরের অন্যস্বর (১৯৭৬)
- খোয়ারী (১৯৮২)
- দুধে ভাতে উৎপাত

ইব্রাহিম খাঁ:

- লক্ষ্মী পেচা
- মানুষ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়:

- মজার গল্প
- ভূত ও মানুষ

- কঙ্কাবতী
- মুক্তামালা
- ফোকলা দিগম্বর
- ডমরু চরিত

কাজী নজরুল ইসলাম:

- ব্যথার দান (১৯২২)
- রক্তের বেদন (১৯২৫)
- শিউলী মালা (১৯৩১)

খালেদা এবিদ চৌধুরী:

- পোড়া মাটির গন্ধ

জসীম উদ্দিন:

- বাঙালির হাসি গল্প

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়:

- রসকলি
- জলসাগর
- কালাপাহাড়
- ডাইনি বাশি
- ঘাসের ফুল

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়:

- রিয়ালিষ্ট (১৯৩০)
- অন্তঃশীলা (১৯৩৫)

প্রমথ চৌধুরী:

- চার ইয়ারী কথা (১৯১৬)
- গল্প সংগ্রহ (১৯৪১)
- আহুতি (১৯১৯)
- নীল লোহিত (১৯৪১)

প্রেমেন্দ্র মিত্র:

- পঞ্চশর (১৯২৯)
- বেনামী বন্দর (১৯৩০)
- পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২)

- ধূলি ধূসর (১৯৪৩)
- মৃত্তিকা (১৯৩২)
- অফুরন্ত (১৯৩৫)
- মহানগর (১৯৪৩)
- জলপায়রা (১৯৫৭)
- নানা রঙে বোনা (১৯৬০)

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়:

- মৌরিফুল (১৯৩২)
- সুলোচনা
- মেঘমাল্লার (১৯৩১)
- যাত্রাদল (১৯৩৪)
- কিন্নরদল (১৯৩৮)
- বেনেদীয়া ফুলবাড়ী

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়:

- বাহুল্য (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)
- রাণুর কথামালা (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)
- রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৩৪)
- রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (১৩৪৫)
- রাণুর তৃতীয় ভাগ (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)

বুদ্ধদেব বসু:

- অভিনয় (১৯৩০)
- রেখাচিত্র (১৯৩১)
- নতুন নেশা
- খাতার শেষ পাতা
- হৃদয়ের জাগরণ (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)
- অদৃশ্য শত্রু
- ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩)
- মিসেস গুপ্ত
- একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা

মানিক বন্দোপাধ্যায়:

- সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩)
- ফেরীওয়ালা (১৯৫৩)
- ভেজাল (১৯৪৪)

- সরীসৃপ (১৯৩৯)
- হলুদ পোড়া (১৯৪৫)
- বৌ (১৯৪৩)
- ছোট বকুল পুরের যাত্রী (১৯৪৯)
- পাশ ফেল

রাহাত খান:

- দিল্লুর গল্প
- হাজার বছর আগে
- সংবাদ
- আপেল
- ভালমন্দের টাকা
- অন্তহীন যাত্রা
- অনিশ্চিত লোকালয়

শাহেদ আলী:

- জিব্রাইলের ডানা
- একই সমতলে

সুফিয়া কামাল:

- কেয়ার কাঁটা

হাসান হাফিজুর রহমান:

- আরও দুটি মৃত্যু

প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ

প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ		
লেখক	গল্পগ্রন্থ	প্রকাশকাল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভিখারিণী	১৮৭৪
আল মাহমুদ	পানকৌড়ির রক্ত	-
আবদুল গাফফার চৌধুরী	কৃষ্ণপক্ষ	১৯৫৯
আবদুল মান্নান সৈয়দ	সত্যের মতো বদমাশ	১৯৬৮
আবদুল হক	রোকেয়ার নিজের বাড়ি	১৯৬৭
আবদুস শাকুর	ক্ষীয়মান	১৯৬১
আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দীন	শালবনের রাজা	১৯৭২

আবুল ফজল	মাটির পৃথিবী	১৯৩৪
আলাউদ্দিন আল আজাদ	জেগে আছি	১৯৫০
শাহেদ আলী	জিবরাঈলের ডানা	১৯৫২
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	অন্য ঘরে অন্য স্বর	-
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মন্দির	১৯৫২
প্রমথ চৌধুরী	চার ইয়ারী কথা	১৯০৫
প্রেমেন্দ্র মিত্র	পঞ্চশর	-
মাহবুবুল আলম	তাজিয়া	১৯২৯
হাসান আজিজুল হক	সমুদ্রের স্বপ্ন ও শীতের অরণ্য	-
শওকত আলী	উন্মূল আকাশ	১৯৬৮

বাংলা প্রহসন

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯):

- ◆ বিবাহ বিভ্রাট
- ◆ সম্মতি সঙ্কট
- ◆ কালা পানি
- ◆ বাবু
- ◆ একাকার
- ◆ বৌমা
- ◆ গ্রাম্য বিভ্রাট
- ◆ বাহবা বাতিক
- ◆ খাস দখল
- ◆ চোরের উপর বাটপাড়ি
- ◆ ডিসমিস
- ◆ চাটুয্যে ও বাডুয্যে
- ◆ তাজ্জব ব্যাপার
- ◆ কৃপনের ধন

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২):

- ◆ সপ্তমীতে বিসর্জন
- ◆ বেল্লিক বাজার
- ◆ বড়দিনের বকশিস
- ◆ সভ্যতার পাভা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫):

- ◆ কিষ্কিৎ জলযোগ (১৮৭২)

- ♦ এমন কর্ম আর করব না (১৮৭৭)
- ♦ হঠাৎ নবাব (১৮৮৪)
- ♦ হিতে বিপরীত (১৮৮৬)
- ♦ দায়ে পড়ে দারগ্রহ

রামনারায়ন তর্করত্ন:

- ♦ যেমন কর্ম তেমন ফল (১৯৭৯ বঙ্গাব্দ)
- ♦ উভয় সঙ্কট (১৯৬৯)
- ♦ চক্ষুদান (১৯৬৯)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৪):

- ♦ একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০)
- ♦ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো (১৮৬০)

মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২):

- ♦ এর উপায় কি(১৮৭৫)
- ♦ ভাই, ভাই এই তো চাই (১৮৯৯)
- ♦ ফাঁস কাগজ
- ♦ একি (১৮৯৯)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১):

- ♦ বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭)
- ♦ ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭)
- ♦ হাস্য কৌতুক (১৯০৭)
- ♦ চিরকুমার সভা (১৯২৬)
- ♦ শেষ রক্ষা (১৯২৮)

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩):

- ♦ সধবার একাদশী (১৮৬৬)
- ♦ বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)
- ♦ জামাই বারিক (১৮৭২)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়:

- ♦ কঙ্কি অবতার (১৮৯৫)
- ♦ বিরহ (১৮৯৭)
- ♦ এ্যহস্পর্শ (১৯০০)
- ♦ প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২)

ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাবিষয়ক গ্রন্থ

১. রামমোহন রায় – গৌড়ীয় ব্যাকরণ
২. নাথানিয়েল ব্রসি হ্যালহেড – A Grammar of the Banglali Language বা বাঙলা ব্যাকরণ (১৭৭৮)
৩. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ – আধুনিক ভাষা তত্ত্ব
৪. মুহম্মদ দানীউল হক – ক) ভাষাতত্ত্বের নানা প্রসঙ্গ খ) ভাষার কথা
৫. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ – ক) বাঙ্গালা ব্যাকরণ খ) বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত
৬. হুমায়ুন আজাদ – তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান
৭. মনিরুজ্জামান – ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন
৮. মুহম্মদ আব্দুল হাই – ভাষা ও সাহিত্য, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনি তত্ত্ব
৯. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় – ক) ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ খ) Origin and Development Bengali Language.
১০. শাজাহান মনির – বাঙ্গালা ব্যাকরণ
১১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক – ব্যাকরণ মঞ্জরী
১২. জগদীশ চন্দ্র ঘোষ – আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
১৩. সুকুমার সেন – ভাষার ইতিবৃত্ত
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – ক) শব্দতত্ত্ব খ) বাংলা ভাষা পরিচয়
১৫. মুনীর চৌধুরী – বাংলা গদ্য রীতি
১৬. জামিল চৌধুরী – বানান ও উচ্চারণ
১৭. আজিজুল হক – আধুনিক ভাষা তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রযুক্তি
১৮. নরেন বিশ্বাস – বাংলা উচ্চারণ অভিধান
১৯. ড. মোহাম্মদ আবুল কাইউম – ক) অভিধান খ) পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা
২০. মুরারী মোহন সেন – ভাষার কথা
২১. রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী – শব্দ কথা

গীতিকবি ও গীতিকাব্য

বিহারীলাল চক্রবর্তী:

- প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০)
- বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০)
- নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০)

- সারদা মঙ্গল (১৮৭৯)

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার:

- মহিলাকাব্য (১৮৮০)
- সবিতা সুদর্শন (১৮৭০)
- বর্ষবর্তন (১৮৭২)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর:

- স্বপ্নপয়ন (১৮৭৩)

স্বর্ণকুমারী দেবী:

- গাথা (১৮৮০)
- কবিতা ও গান (১৮৯৫)

অক্ষয়কুমার বড়াল:

- প্রদীপ (১৮৮৪)
- এষা (১৯১৯)

কামিনী রায়:

- আলো ও ছায়া (১৮৮৯)
- মাল্য ও নিমার্গ্য (১৯১৩)
- অশোক সঙ্গীত (১৯১৪)
- দীপ ও ধূপ (১৯২৯)

গোবিন্দ চন্দ্র দাস:

- প্রসূন (১২৯৪)
- প্রেম ও ফুল (১২৯৪)
- কুমকুম (১২৯৮)
- ফুল রেণু (১৩০৩)

মোজাম্মেল হোসেন:

- কুসুমাঞ্জলী (১৮৮২)
- প্রেমহার (১৮৯৮)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

- ভানুসিংহের পদাবলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়:

- আর্যগাথা (১৮৮২)
- আষাঢ়ে (১৮৯৯)
- ত্রিবেণী (১৯১২)

রজনীকান্ত সেন:

- বাণী (১৯০২)
- কল্যাণী (১৯০৫)
- অমৃত (১৯১০)
- আনন্দময়ী (১৯১০)

সৈয়দ এমদাদ আলী:

- ডালি (১৯১২)
- হাজেরা (১৯১২)

অক্ষয়কুমার বড়াল:

- প্রদীপ (১৮৮৪)
- এষা (১৯১৯)

কায়কোবাদ:

- অশ্রুমালা (১৮৯৫)

বাংলা ছন্দ

১. বাংলা ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। যথা:

- স্বরবৃত্ত
- মাত্রাবৃত্ত
- অক্ষরবৃত্ত

২. ছন্দের যাদুকর বলা হয়- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে।

৩. স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক করেন- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪. গদ্য ছন্দের প্রবর্তন করেন- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৫. ছান্দসিক কবি বলা হয়- কবি আব্দুল কাদিরকে।

৬. পয়ার ছন্দে- অন্তর্মিল থাকে

৭. ধ্বনি প্রধান ছন্দ বলে- মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে।

৮. লৌকিক ছন্দ বলে- স্বরবৃত্ত ছন্দকে।
৯. তানপ্রধান ছন্দ বলে- অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে।
১০. মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন করেন- কাজী নজরুল ইসলাম।
১১. সমিল মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন করেন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছন্দ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

১. বাংলা ছন্দ প্রধানত কত প্রকার ও কি কি?
উত্তর: তিন প্রকার। যথা: স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত।
২. ছন্দের যাদুকর কাকে বলা হয়?
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৩. স্বরাক্ষরিক ছন্দের প্রবর্তক কে করেন?
উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪. ছান্দসিক কবি কাকে বলা হয়?
উত্তর: কবি আব্দুল কাদিরকে।
৫. পয়ার ছন্দে থাকে?
উত্তর: অন্তমিল।
৬. ধ্বনি প্রধান ছন্দ বলা হয়?
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে।
৭. লৌকিক ছন্দ কাকে বলে?
উত্তর: স্বরবৃত্ত ছন্দকে।
৮. তানপ্রধান ছন্দ কাকে বলে?
উত্তর: অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে।

৯. মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।

১০. সমিল মুক্তক ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১. গৈরিশ ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?

উত্তর: গিরিশচন্দ্র।

১২. গদ্য ছন্দের প্রবর্তন কে করেন?

উত্তর: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

০১	বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক নাট্যকার :	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
০২	বাংলাভাষায় প্রথম সনেট রচয়িতা :	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
০৩	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান নাট্যকার :	মীর মোশাররফ হোসেন
০৪	বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীত কবি :	বিহারীলাল চক্রবর্তী
০৫	বাংলা সাহিত্যে প্রথম যতি চিহ্ন ব্যবহারকারী :	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
০৬	বাংলা সাহিত্যে প্রথম চলিত রীতি ব্যবহারকারী :	প্রমথ চৌধুরী
০৭	প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাইকারী :	পঞ্চগনন কর্মকার
০৮	সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের নকশা প্রস্তুতকারী :	চার্লস উইলকিনস
০৯	প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখক :	শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী
১০	প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখিকা :	বিবি তাহেরন নেছা
১১	বাংলা দৈনিকের প্রথম মহিলা সাংবাদিক :	লায়লা সামাদ
১২	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি :	শাহ মুহম্মদ সগীর
১৩	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহিলা কবি :	মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা
১৪	ছাপার অক্ষরে প্রথম বাংলা বই: রচয়িতা:	কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ম্যানুয়েল দ্যা অ্যাসসুম্পসাঁও
১৫	বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	কথোপকথন উইলিয়াম কেরী ১৮০১ সাল

১৬	বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	মথী রচিত মিশন সমাচার উইলিয়াম কেরী ১৮০০ সাল
১৭	বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস (বাঙালি কর্তৃক): রচয়িতা : প্রকাশকাল :	আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৫৭ সাল
১৮	বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস (অবাঙালি কর্তৃক): রচয়িতা : প্রকাশকাল :	ফুলমনি ও করুণার বিবরণ হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স ১৮৫২ সাল
১৯	বাংলা ভাষার রচিত প্রথম প্রণয়পুস্তক : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	ইউসুফ জোলেখা শাহ মুহম্মদ সগীর ১৪-১৫ শতকের মধ্যে
২০	বাংলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	কপালকুন্ডলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৬ সাল
২১	প্রথম বাঙালি কর্তৃক রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ: রচয়িতা: প্রকাশকাল :	গৌড়ীয় ব্যাকরণ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ সাল
২২	বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণগ্রন্থ: রচয়িতা: প্রকাশকাল :	পর্তুগীজ বাংলা ব্যাকরণ ম্যানুয়েল দ্যা অ্যাসসুম্পাসাঁও ১৭৩৪ সাল
২৩	বাংলা ভাষার প্রথম ও সম্পূর্ণ ব্যাকরণগ্রন্থ : রচয়িতা : প্রকাশকাল:	এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সাল
২৪	বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	বেদান্ত রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সাল
২৫	বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র রামরাম বসু ১৮০১ সাল
২৬	বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সামাজিক নাটক : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	কুলীনকুল সর্বস্ব রাম নারায়ন তর্করত্ন ১৮৫৪ সাল
২৭	বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রহসন নাটক : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৫৯ সাল

২৮	বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	ভদ্রার্জুন তারাপদ শিকদার ১৮৫২ সাল
২৯	বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ট্রাজেডি নাটক : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	কৃষ্ণকুমারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ সাল
৩০	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক ট্রাজেডি : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	কীর্ত্তি বিলাস যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৫২ সাল
৩১	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	পদ্মিনী উপাখ্যান রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৮ সাল
৩২	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	মেঘনাদবধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ সাল
৩৩	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিক : উপন্যাস : প্রকাশকাল :	স্বর্ণকুমারী দেবী মেবার রাজ ১৮৭৭ সাল
৩৪	বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকী : প্রকাশক : প্রকাশকাল :	দিকদর্শন শ্রীরামপুর মিশনারী জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮১৮ সাল
৩৫	মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা : সম্পাদক : প্রকাশকাল :	সমাচার সভারাজেন্দ্র শেখ আলীমুল্লাহ ১৮৩০ সাল
৩৬	ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ : রচয়িতা : প্রকাশকাল :	নীলদর্পন দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সাল
৩৭	ঢাকার প্রথম বাংলা ছাপাখানা : প্রতিষ্ঠাতা : প্রতিষ্ঠাকাল :	বাংলা প্রেস (আজিমপুর) সুন্দর মিত্র ১৮৬০ সাল
৩৮	প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হয় : সম্মেলনকাল :	কাশিম বাজার ১৯০৬ সাল
৩৯	বাংলা কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক : অনুবাদকাল :	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৮১-১৮৮৬ সাল
৪০	বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম পত্রিকা: সম্পাদক: প্রকাশকাল:	দি বেঙ্গল গেজেট জেমস্ অগাস্টাস হিকি ১৭৮০ সাল

৪১	পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা: সম্পাদক: প্রকাশকাল:	রংপুর বার্তাবহ গুরুচরণ শর্মা রায় ১৮৪৭ সাল
৪২	বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র: প্রকাশক: প্রকাশকাল:	বেঙ্গল গেজেট শ্রীরামপুর মিশনারী ১৮১৮ সাল
৪৩	মুসলিম বাংলার প্রথম শিশুপত্রিকা: সম্পাদক: প্রকাশকাল:	আধুর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২০ সাল
৪৪	বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা: সম্পাদক: প্রকাশকাল:	সংবাদ প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩১ খ্রি. (সাপ্তাহিক); ১৮৩৯ খ্রি. (দৈনিক)
৪৫	বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য সংকলণ (কাব্যগ্রন্থ)/প্রাচীনতম ও প্রথম নিদর্শন:	চর্যাপদ (পাল আমলে রচিত/আবিষ্কারক: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)
৪৬	বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবনী কাব্য:	শ্রী চৈতন্যভাগবত
৪৭	বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ:	ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ (দোম অ্যান্তনিও দো-রোজারিও)
৪৮	বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন:	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বড়ু চন্ডীদাস)
৪৯	বাংলাদেশে প্রথম মঞ্চায়িত নাটক:	বাকি ইতিহাস
৫০	বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক:	কাঠ ঠোকরা
৫১	বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত প্রথম নাটক:	একতলা দোতলা (মুনীর চৌধুরী)
৫২	বাংলাদেশের প্রথম প্রামাণ্য চিত্র:	স্টপ জেনোসাইড (পরিচালক: জহির রায়হান, ১৯৭১)
৫৩	প্রথম বাংলা সবাক চিত্র:	জামাই ষষ্ঠী (১৯৩১)
৫৪	বাংলাদেশ (ঢাকায়) নির্মিত প্রথম বাংলা (সবাক) চলচ্চিত্র:	মুখ ও মুখোশ (পরিচালক: আব্দুল জব্বার খান)
৫৫	মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র:	জীবন থেকে নেয়া (পরিচালক: জহির রায়হান, ১৯৭০)
৫৬	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র:	ওরা ১১ জন (পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম, ১৯৭২)

৫৭	স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম চলচ্চিত্র:	মেঘের পর মেঘ (পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম, ২৬ শে মার্চ, ২০০৪)
৫৮	ওয়েবসাইটে চালুকৃত প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র:	কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি (পরিচালক: মৌসুমী, ২০০৩)
৫৯	একুশের প্রথম সাহিত্য সংকলন:	একুশে ফেব্রুয়ারী (সম্পাদক: হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৫৩)
৬০	একুশের প্রথম কবিতা:	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি (মাহবুবুল আলম চৌধুরী)
৬১	একুশের প্রথম নাটক:	কবর (মুনীর চৌধুরী, ১৯৫৩)
৬২	একুশের প্রথম উপন্যাস:	আরেক ফাল্গুন (জহির রায়হান)

বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম রচনায় প্রথম

১	বাংলা ভাষার আদি কবি:	লুইপা
২	বাংলা ভাষার আদি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাব্য রচনা করেন:	কাহুপা
৩	পদাবলীর প্রথম কবি:	চণ্ডীদাস
৪	কাব্য রচনাকারী প্রথম মুসলমান কবি:	মোজাম্মেল হক
৫	প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি/রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম কবি:	শাহ মুহম্মদ সগীর
৬	আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম সচেতন কবি/বাংলা সাহিত্যের প্রথম গীতি কবি:	বিহারীলাল চক্রবর্তী
৭	বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক বোধসম্পন্ন কবি/বাংলায় ব্রহ্ম সাহিত্যের প্রথম রচয়িতা:	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
৮	পুঁথি সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক কবি:	ফকির গরীবুল্লাহ
৯	বাংলা কাব্যে প্রথম মহাকাব্য রচনার প্রচেষ্টাকারী:	রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়
১০	বাংলা সাহিত্যে প্রথম ত্রয়ী মহাকাব্য রচনাকারী:	নবীনচন্দ্র সেন
১১	প্রথম মুসলমান বাঙালি গদ্য লেখক/উনিশ শতকের প্রথম মুসলিম লেখক:	শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী
১২	প্রথম মুসলিম বাংলা গদ্য লেখিকা :	বিবি তাহেরন নেছা
১৩	পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক:	দৌলত কাজী
১৪	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম নাট্যকার:	মীর মশাররফ হোসেন
১৫	বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বার্থক নাট্যকার/বাংলায় প্রথম সনেট রচনাকারী/বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা:	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১৬	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিক:	স্বর্ণকুমারী দেবী
১৭	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি:	চন্দ্রাবতী
১৮	বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম মহিলা কবি :	মাহমুদা খাতুন

		সিদ্ধিকা।
১৯	বাংলা ভাষার প্রথম স্বার্থক উপন্যাসিক:	বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২০	বাংলা ভাষার প্রথম ইসলামী গান ও গজল রচনাকারী:	কাজী নজরুল ইসলাম
২১	বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রম্যরচনাকারী ও অনন্য গদ্য শৈলীর স্রষ্টা:	সৈয়দ মুজতবা আলী
২২	বাংলা সাহিত্যের প্রথম যতিচিহ্নের ব্যবহারকারী:	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২৩	বাংলা সাহিত্যের প্রথম চলিত গদ্যরীতির ব্যবহারকারী:	প্রমথ চৌধুরী

মুদ্রণ শিল্পে প্রথম

১	সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কে?	উ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
২	সংস্কৃত কলেজের কত সালে স্থাপিত হয়?	উ: ১৭৯১ সাল।
৩	শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও ছাপাখানা কখন গড়ে উঠেছিল?	উ: ১৭৯৯ সাল।
৪	শ্রীরামপুরে মিশন কখন পত্তন হয়?	উ: ১৮১৮ সাল।
৫	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কখন স্থাপিত হয়?	উ: ১৮০০ সাল।
৬	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কে?	উ: উইলিয়াম কেরি।
৭	বাংলা একাডেমী কোন বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়?	উ: ১৯৫৫ সালে।
৮	উপমহাদেশে প্রথম কারা ছাপাখানা আমদানী করে?	উ: পর্তুগীজরা।
৯	উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোথায় স্থাপিত হয়?	উ: পর্তুগীজ বসতি এলাকা গোয়ায়।
১০	উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা কবে স্থাপিত হয়?	উ: ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।
১১	উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানায় মুদ্রিত প্রথম বইয়ের নাম কি?	উ: পর্তুগীজ ভাষার 'কনুকসোজ'।
১২	সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের সর্বপ্রথম নকশা প্রস্তুতকারীর নাম কি?	উ: চার্লস উইলকিন্স।
১৩	কোন বাঙালি প্রথম বাংলা অক্ষর খোদাই করেন?	উ: পঞ্চননন কর্মকার।
১৪	বাংলা মুদ্রণশিল্পের জন্মদাতা কাকে বলা হয়?	উ: চার্লস উইলকিন্স।
১৫	বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার হয় কত সালে?	উ: ১৮০০ সালে।
১৬	বাংলাদেশে প্রথম কোথায় ও কবে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়?	উ: রংপুরে। ১৮৪৭-৪৮ সালে।
১৭	ঢাকায় প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন কে?	উ: সুন্দর মিত্র। বাংলা প্রেস নামে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে।
১৮	বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্রের কোনটি?	উ: রংপুর বার্তাবহ। রংপুর থেকে।
১৯	ঢাকার প্রথম ছাপাখানা কত সালে চালু হয়?	উ: ১৮৪৮/৪৯ সালে।
২০	বাংলা মুদ্রণ জগতের স্মরণীয় সন কোনটি?	উ: ১৭৭৮।
২১	ছাপার অক্ষরে প্রথম বাংলা বই কোনটি?	উ: কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ।
২২	সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের নকশা প্রস্তুতকারী কে?	উ: চার্লস উইলকিন্স।

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

প্রথম প্রকাশিত কাব্য		
কবি	কাব্যগ্রন্থ	প্রকাশকাল
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	The Captive Lady	১৮৪৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বনফুল	১২৮২
বিহারীলাল চক্রবর্তী	সারদামঙ্গল	-
কায়কোবাদ	বিরহ বিলাপ	-
গোবিন্দ দাস	প্রসূন	-
কাজী নজরুল ইসলাম	অগ্নিবীণা	১৯২২
সুফিয়া কামাল	কেয়ার কাঁটা	১৯৩৭
কামিনী রায়	আলোছায়া	১৮৮৯
জীবনানন্দ দাশ	ঝরা পালক	-
আহাসান হাবীব	রাত্রিশেষ	১৯৪৬
শামসুর রহমান	প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	১৯৫৯
আল মাহমুদ	লোক লোকান্তর	-
সুকান্ত ভট্টাচার্য	ছাড়পত্র	-
হাসান হাফিজুর রহমান	বিমুখ প্রান্তর	১৯৬৩
বুদ্ধদেব বসু	বন্দীর বন্দনা	১৯৩০
আবদুল কাদির	দিলরুবা	-
আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	পাহুবীণা	১৯৪৭
আবদুল মান্নান সৈয়দ	জ্যোৎস্না ও রৌদ্রের চিকিৎসা	১৯৬১
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	সাতনরী হার	১৯৫৫
আবুল হাসান	রাজা যায় রাজা আসে	১৯৭৩
নির্মলেন্দু গুণ	প্রেমাত্মসুর রক্ত চাই	১৯৭০
আবু হেনা মোস্তফা কামাল	আপন যৌবন বৈরী	১৯৭৪
আশরাফ সিদ্দিকী	তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা	১৯৫০
আসাদ চৌধুরী	তবক দেয়া পান	১৯৭৫
আহমদ রফিক	নির্বাসিত নায়ক	১৩৭৪
গোলাম মোস্তফা	রূপের নেশা	১৯২০
জসীম উদ্দীন	রাখালী	১৯২৭
জিয়া হায়দার	এক তারাতে কান্না	১৩৭০
দাউদ হায়দার	জন্মই আমার আজন্ম পাপ	১৯৭৪
ফজল শাহাবুদ্দীন	তৃষ্ণার অগ্নিতে একা	১৯৬৫
ফররুখ আহমদ	সাত সাগরের মাঝি	১৯৪৪
বন্দে আলী মিয়া	ময়নামতির চর	১৯৩০
মহাদেব সাহা	এই গৃহ এই সন্ন্যাস	১৯৭২
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা	পসারিণী	১৯৩১
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	দূর্লভ দিন	১৯৬১
মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	জুলেখার মন	১৯৭৩

রুদ্দ মুহম্মদ শহিদুল্লাহ	উপদ্রুত অঞ্চল	১৯৭৯
সিকান্দার আবু জাফর	পুরবী	১৯৪০
হুমায়ুন আজাদ	অলৌকিক ইন্সটিমার	১৯৭৩
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	আর্যগাথা	-
ইসমাইল হোসেন সিরাজী	অনল প্রবাহ	-
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	সবিতা	-
অমিয় চক্রবর্তী	পারাপার	১৩৬০
প্রেমেন্দ্র মিত্র	প্রথমা	১৯৩২
মহহারুল ইসলাম	মাটির ফসল	-
শহীদ কাদরী	উত্তরাধিকার	১৯৫৫
হেলাল হাফিজ	যে জ্বলে আগুন জ্বলে	১৯৬৭

কবি- সাহিত্যিকদের প্রথম গ্রন্থসমূহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

- উপন্যাস - বউ ঠাকুরানীর হাট (১৮৭৭)
- কবিতা - হিন্দু মেলায় উপহার (১২৮১ বঙ্গাব্দ)
- কাব্য - বনফুল (১২৮২ বঙ্গাব্দ)
- ছোট গল্প - ভিখারিনী (১৮৭৪ সাল)
- নাটক - রুদ্রচন্দ্র (১৮৮১ সাল)

কাজী নজরুল ইসলাম:

- উপন্যাস - বাধন হারা (১৯২৭)
- কবিতা - মুক্তি (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)
- কাব্য - অগ্নিবীণা (১৯২২ সাল)
- নাটক - ঝিলিমিলি (১৯৩০ সাল)
- গল্প - হেনা (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)
- প্রকাশিত গল্প - বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী

প্যারীচাঁদ মিত্র:

- উপন্যাস - আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর:

- অনুবাদ গ্রন্থ - বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭)

রাজা রামমোহন রায়:

- প্রবন্ধ গ্রন্থ - বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)

আবদুল গাফফার চৌধুরী:

- ছোট গল্প - কৃষ্ণ পক্ষ (১৯৫৯)
- উপন্যাস - চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০)
- শিশু সাহিত্য - ডানপিটে শওকত (১৯৫৩)

আবু ইসহাক:

- উপন্যাস - সূর্য দীঘল বাড়ি (১৯৫৫)

আবুল ফজল:

- উপন্যাস - চৌচির (১৯৩৪)
- গল্প - মাটির পৃথিবী (১৯৩৪)
- নাটক - আলোক লতা (১৯৩৪)

আবুল মনসুর আহমেদ:

- ছোট গল্প - আয়না (১৯৩৫)

আলাউদ্দিন আল আজাদ:

- কাব্য - মানচিত্র (১৯৬১ সাল)
- উপন্যাস - তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০)
- নাটক - মরক্কোর যাদুঘর (১৯৫৮)
- গল্প - জেগে আছি (১৯৫০)
- প্রবন্ধ - শিল্পীর সাধনা (১৯৫৮)

আহসান হাবীব:

- কাব্য - রাত্রি শেষ (১৯৪৬)

গোলাম মোস্তফা:

- উপন্যাস - রূপের নেশা (১৯২০)

জসীম উদ্দিন:

- কাব্য - রাখালী (১৯২৭)

জহির রায়হান:

- গল্প - সূর্য গ্রহন (১৯৫৫)

নীলিমা ইব্রাহিম:

- উপন্যাস - বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮)

নূরুল মোমেন:

- নাটক - নেমেসিস (১৯৪৮)

ফররুখ আহমদ:

- কাব্য - সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)

মুনীর চৌধুরী:

- নাটক - রক্তাক্ত প্রান্তর (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ:

- ভাষাগ্রন্থ - ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়:

- গল্প - মন্দির (১৯০৫)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়:

- উপন্যাস - পথের পাঁচালী (১৯২৯)

জীবনানন্দ দাশ:

- কাব্য - ঝরা পালক (১৯২৮)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়:

- উপন্যাস - পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬)

বেগম সুফিয়া কামাল:

- গল্প - কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭)

মোহাম্মদ রজিবুর রহমান:

- উপন্যাস - আনোয়ারা (১৯১৪)

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী:

- কাব্য - অনল প্রবাহ (১৯০০)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত:

- ইংরেজি রচনা - The Captive Lady (১৮৪৯)
- নাটক - শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)
- কাব্য - তিলোত্তমা সম্ভব (১৮৬০)
- মহাকাব্য - মেঘনাদ বধ (১৮৬১)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়:

- উপন্যাস (ইংরেজি) - Rajmohan's Wife (১৮৬২)
- উপন্যাস (বাংলা) - দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়:

- নাটক - তারাবাঈ

মীর মোশাররফ হোসেন:

- নাটক - বসন্তকুমারী (১৮৭৩)
- উপন্যাস - রত্নাবতী (১৮৬৯)

দীনবন্ধু মিত্র:

- নাটক - নীলদর্পণ (১৮৬০)

রামনারায়ন তর্করত্ন:

- নাটক - কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ:

- গল্প - নয়নচারা (১৯৪৫)
- উপন্যাস - লালসালু (১৯৪৮)

হাসান হাফিজুর রহমান:

- কাব্য - বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩)

শামসুর রহমান:

- কাব্য - প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৫৯)

শহীদুল্লাহ কায়সার:

- উপন্যাস - সারেং বউ (১৯৬২)

বন্দে আলী মিশ্র:

- কাব্য - ময়নামতির চর (১৯৩০)

বেগম রোকেয়া:

- প্রবন্ধ - মতিচূর (১৯০৪)

বাংলা সাহিত্যে কাছাকাছি নামের সাহিত্যসমূহ

- অভিযাত্রিক (কাব্য)- সুফিয়া কামাল
- অভিযাত্রিক (উপন্যাস)- বিভূতিভূষণ

- অরণ্য গোধূলি (কাব্য) - বন্দে আলী মিয়া
- অরণ্যে নীলিমা (উপন্যাস) - আহসান হাবিব
- অরণ্য বহি (উপন্যাস) - তারাক্ষর
- আরন্যক (উপন্যাস) - বিভূতিভূষণ
- একান্তরের কথামালা - নুরজাহান বেগম
- একান্তরের দিনগুলি - জাহানারা ইমাম
- একান্তরের ডায়েরি (স্মৃতি কথা) - সুফিয়া কামাল
- একান্তরের নিশান - রাবেয়া খাতুন
- একান্তরের রণাঙ্গন - মেজর শামসুল হুদা
- একান্তরের বর্নমালা - এম আখতার মুকুল
- একান্তরের বিজয়গাথা - মেজর রফিকুল ইসলাম
- একান্তরের যীশু - শাহরিয়ার কবির
- একান্তরের চিঠি (পত্র সংকলন) - গ্রামীনফোন ও প্রথম আলো
- বাংলাদেশ কথা কয় - আব্দুল গাফফার চৌধুরী
- আমরা বাংলাদেশী না বাঙ্গালী - আব্দুল গাফফার চৌধুরী
- আমি বীরঙ্গনা বলছি - নীলিমা ইব্রাহীম
- বাংলা ও বাঙালীর কথা - আব্দুল মোমেন
- হৃদয়ে বাংলাদেশ - পান্না কায়সার
- বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ - রামেন্দ্র মজুমদার
- আমি বিজয় দেখেছি এম আখতার মুকুল
- কৃষ্ণপক্ষ (গল্পগ্রন্থ)- আব্দুল গাফফার চৌধুরী
- কৃষ্ণকুমারী (নাটক)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- কৃষ্ণচরিত (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- কৃষ্ণকান্তের উইল (উপন্যাস)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- কৃষ্ণমঙ্গল (কাব্য)- শঙ্কর চক্রবর্তী
- বৈকুণ্ঠের উইল - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বৈকুণ্ঠের খাতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- জননী (উপন্যাস) - মানিক বন্দোপাধ্যায়
- জননী (উপন্যাস) - শওকত ওসমান
- পদ্মাবতী (কাব্য) - আলাওল
- পদ্মাবতী (নাটক) - মাইকেল মধুসূদন

- পদ্মাবতী (সমালোচনা) - সৈয়দ আলী আহসান
- মরুভাস্কর (জীবনী) - মোঃ ওয়াজেদ আলী
- মরু- ভাস্কর (কাব্য) - কাজী নজরুল ইসলাম
- মরুমায়া মরুশিখা (প্রবন্ধ) - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
- মানচিত্র (কাব্য) - আলাউদ্দিন আল আজাদ
- মানচিত্র (নাটক) - আনিস চৌধুরী
- দেনা পাওনা (ছোট গল্প) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- দেনা পাওনা (উপন্যাস) - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- সঞ্চয়ন (কাব্য) - কাজী নজরুল ইসলাম
- সঞ্চয়ন (গবেষণা গ্রন্থ) - কাজী মোতাহার হোসেন
- সঞ্চয়িতা (কাব্য সংকলন) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- সঞ্চয়িতা (কাব্য) সংকলন - কাজী নজরুল ইসলাম
- সঞ্চয়ন (কাব্য) - কাজী নজরুল ইসলাম
- সঞ্চয়ন (গবেষণামূলক গ্রন্থ) - কাজী মোতাহার হোসেন
- শেষ পান্ডুলিপি - বুদ্ধদেব বসু
- শেষ লেখা, শেষ রক্ষা, শেষ সপ্তক, শেষের কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয় (উপন্যাস) - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- শেষ বিকেলের মেয়ে (উপন্যাস) - জহির রায়হান
- রত্নদীপ (উপন্যাস) - প্রভাতকুমার
- রত্নবতী (উপন্যাস) - মীর মোশাররফ হোসেন
- রত্নাবলী (নাটক) - রামনারায়ন তর্করত্ন
- আত্মঘাতী বাঙ্গালী (প্রবন্ধ) - নীরদচন্দ্র
- ভবিষ্যতের বাঙ্গালী (প্রবন্ধ) - এস ওয়াজেদ আলী
- সাবাস বাঙ্গালী (প্রবন্ধ) - অমৃতলাল বসু
- মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস) - কাজী নজরুল ইসলাম
- জীবনক্ষুধা (উপন্যাস) - আবুল মনসুর আহমেদ
- জঙ্গনামা (কাব্য) - দৌলত উজির বাহরাম খান
- জঙ্গনামা (কাব্য) - মুহম্মদ গরীবুল্লাহ

- খোয়াবনামা (উপন্যাস) - আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- সিকান্দারনামা (কাব্য) - আলাওল
- নূরনামা/নসিহৎনামা (কাব্য) - শাহপরান/ আব্দুল হাকিম
- আকবরনামা - আবুল ফজল
- অন্নদামঙ্গল (কাব্য) - ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
- সারদামঙ্গল (কাব্য) - বিহারীলাল চক্রবর্তী
- মনসামঙ্গল (কাব্য) - কানাহরি দত্ত
- কালিকামঙ্গল (কাব্য) - রাম প্রসাদ সেন
- পদ্মা মেঘনা যমুনা (উপন্যাস) - আবু জাফর শামসুদ্দীন
- পদ্মা নদীর মাঝি (উপন্যাস) - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- পদ্মাবতী (কাব্য) - আলাওল
- পদ্মাবতী (নাটক) - মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- পদ্মাবতী (সমালোচনামূলক গ্রন্থ) - সৈয়দ আলী আহসান
- কবর (কবিতা) - জসীমউদদীন
- কবর (নাটক) - মুনীর চৌধুরী
- পথের দাবী (উপন্যাস) - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- পথের পাঁচালি (উপন্যাস) - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- গীতাঞ্জলী (কাব্য)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- গীতবিতান (সঙ্গীত গ্রন্থ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- গীতালি (সঙ্গীত গ্রন্থ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- গীতিগুচ্ছ (কাব্য)- সুকান্ত ভট্টাচার্য
- গল্পগুচ্ছ, গল্পসল্প (গল্প)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- গল্পবীথি, গল্পাঞ্জলি (গল্প)- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
- সাম্য (প্রবন্ধ)- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- সাম্যবাদী (কবিতা)- কাজী নজরুল ইসলাম
- সাম্যবাদী (পত্রিকা)- খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন
- নীলদর্পণ (নাটক)- দীনবন্ধু মিত্র
- নীললোহিত (গল্প)- প্রমথ চৌধুরী

- রক্তরাগ (কাব্য)- গোলাম মোস্তফা
- রক্তকরবী (নাটক)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- রক্তাক্ত প্রান্তর (নাটক)- মুনীর চৌধুরী
- রক্তের বেদন (গল্প)- কাজী নজরুল ইসলাম
- পদ্মগোধরা (গল্প) - কাজী নজরুল ইসলাম
- পদ্মরাগ (উপন্যাস) - বেগম রোকেয়া
- সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (প্রবন্ধ) - আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (প্রবন্ধ) - শওকত ওসমান
- সংস্কৃতির রূপান্তর (প্রবন্ধ) - গোপাল হালদার
- সংস্কৃতির কথা (প্রবন্ধ) - মোতাহার হোসেন
- সংস্কৃতির সংকট (প্রবন্ধ) - বদরুদ্দিন ওমর
- সভ্যতার সংকট (প্রবন্ধ) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - কাজী দীন, মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ও সুকুমার সেন
- বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ক্ষেত্র- গুপ্ত
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - আলী আহসান ও আব্দুল হাই
- বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - অসিত কুমার
- বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত - ওয়াকিল আহমেদ
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য- দীনেশ চন্দ্র (১৮৯৬, প্রথম গ্রন্থ)
- বাঙ্গালী ও বাংলা সাহিত্য - আহমেদ শরিফ
- বাংলা সাহিত্যের কথা - ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ
- বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা - গোপাল হালদার
- দেশে বিদেশে - মুজতবা আলী
- পথে প্রবাসে - অন্নদাশঙ্কর রায়
- বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন - আব্দুল হাই
- পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ - শহীদুল্লাহ কায়সার
- কবি কাহিনী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- চাচা কাহিনী - মুজতবা আলী
- বোবা কাহিনী - জসীমউদ্দিন
- মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র - এম আখতার মুকুল
- স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র - হাসান হাফিজুর রহমান
- একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন - হাসান হাফিজুর রহমান

- রাজবন্দির জবানবন্দি - নজরুল ইসলাম
- রাজবন্দির রোজনাচা - শহীদুল্লাহ কায়সার

বাংলা পত্র- পত্রিকা

- ♦ বেগম প্রকাশিত হয় কোথায় থেকে?
উত্তর: ঢাকা থেকে।
- ♦ খ্রিষ্টান মিশনারিদের হিন্দু প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা কোনটি?
উত্তর: সম্বাদ কৌমুদী।
- ♦ রাজা রামমোহন রায় প্রথম সম্পাদনা করেন?
উত্তর: সংবাদ প্রভাকর।
- ♦ ইংরেজী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে?
উত্তর: ব্রাসি হ্যালহেড।
- ♦ সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয়?
উত্তর: ২৮ জানুয়ারী, ১৮৩১।
- ♦ তত্ত্ববোধীনি পত্রিকায় প্রকাশকাল কত?
উত্তর: ১৮৪৩।
- ♦ মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা?
উত্তর: সমাচার সভারাজেন্দ্র।
- ♦ 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।
- ♦ ইংরেজ সরকার কবে কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন?
উত্তর: ১৭৯৯ সালে।
- ♦ প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা কোনটি?
উত্তর: বিবিধার্থ সংগ্রহ।
- ♦ কোন পত্রিকাকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণ প্রতিভা বিকশিত হয়?

উত্তর: সাধনা।

- ♦ মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপাত্র হিসাবে প্রকাশিত পত্রিকা?

উত্তর: শিখা।

- ♦ কোন পত্রিকা কে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল?

উত্তর: শিখা।

- ♦ রংপুরের কাকিনা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নাম?

উত্তর: বাসনা।

উল্লেখযোগ্য কিছু পত্রিকা ও সম্পাদক

১. বেঙ্গল গেজেটেড - জেমস অগাস্টস হিকি
২. দিগদর্শন - জে. সি. মার্শম্যান
৩. সমাচার দর্পন - জে. সি. মার্শম্যান
৪. বাঙ্গাল গেজেট - গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
৫. সম্বাদ কৌমুদী - রাজা রামমোহন রায়
৬. ব্রাহ্মণ - রাজা রামমোহন রায়
৭. সমাচার চন্দ্রিকা - ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮. বঙ্গদূত - নীলমনি হালদার
৯. সংবাদ প্রভাকর - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১০. সমাচার সভারাজেন্দ্র - শেখ আলীমুল্লাহ
১১. সংবাদ রত্নাবলী - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১২. তত্ত্ববোধিনী - অক্ষয় দত্ত
১৩. পাষাণ্ড পীড়ন - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৪. এডুকেশন গেজেট - রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫. সংবাদ সাধু রঙ্গন - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৬. সংবাদ ভাস্কর - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৭. মাসিক পত্রিকা - প্যারীচাঁদ ও রাধাঅনা শিকদার
১৮. সাপ্তাহিক বার্তাবহ - রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯. সোমপ্রকাশ - রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২০. ঢাকা প্রকাশ - কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার
২১. গুণবাসিনী - কালী প্রসন্ন ঘোষ
২২. বঙ্গদর্শন - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৩. বাস্কব - কালী প্রসন্ন ঘোষ

২৪. ভারতী - দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৫. সাহিত্য - সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
২৬. সাধনা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৭. গুলিস্তা - এম. ওয়াজেদ আলী
২৮. পূর্ণিমা - বিহারীলাল চক্রবর্তী
২৯. মাসিক ভারতী - স্বর্ণকুমারী দেবী
৩০. প্রবাসী - রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৩১. দৈনিক খাদেম - মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৩২. সাপ্তাহিক মোহাম্মদী - মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৩৩. আর্য দর্শন - যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৩৪. ভারতবর্ষ - জলধর সেন ও অমূল্যচরন বিদ্যাভূষণ
৩৫. সবুজপত্র - প্রমথ চৌধুরী
৩৬. শওগাত - মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
৩৭. মোসলেম ভারত - মোজাম্মেল হক
৩৮. ধূমকেতু - কাজী নজরুল ইসলাম
৩৯. কল্লোল - দীনেশরঞ্জন দাস
৪০. লাঙ্গল - কাজী নজরুল ইসলাম
৪১. কালিকলম -
৪২. শিখা - আবুল হোসেন
৪৩. দৈনিক আজাদ - মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
৪৪. দৈনিক নবযুগ - কাজী নজরুল ইসলাম
৪৫. আর্যদর্শন - যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৪৬. অক্ষুর - ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
৪৭. সাহিত্যপত্র - বিষ্ণু দে
৪৮. বেগম - নুরজাহান বেগম
৪৯. সংলাপ - আবুল হোসেন
৫০. সমকাল - সিকান্দর আবু জাফর
৫১. সাহিত্য পত্রিকা - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫২. ভাষা সাহিত্য পত্র - জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
৫৩. সন্দেশ, স্বদেশ - সুকুমার রায়
৫৪. লেখা - বাংলা একাডেমী
৫৫. উত্তরাধিকারী - বাংলা একাডেমী
৫৬. বেদুঈন - আশরাফ আলী খান
৫৭. কণ্ঠস্বর - আবদুল্লাহ আবু সাঈদ

কবি- সাহিত্যিকদের উপাধি

১. বিদ্যাপতি - মিথিলার কোকিল
২. ভারতচন্দ্র - রায়গুণাকর
৩. আলাওল - মহাকবি
৪. বঙ্কিমচন্দ্র - সাহিত্য সম্রাট/বাংলার স্কট
৫. শরৎচন্দ্র - অপরাজেয় কথাশিল্পী
৬. রবীন্দ্রনাথ - বিশ্বকবি/কবিগুরু/ছোট গল্পের জনক
৭. ঈশ্বরচন্দ্র - বিদ্যাসাগর/গদ্যের জনক/যতি বা বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক
৮. মুকুন্দরাম - কবি কঙ্কণ
৯. প্রমথ চৌধুরী - চলিত রীতির প্রবর্তক
১০. রামনারায়ণ - তর্করত্ন
১১. মধুসূদন দত্ত - সনেটের প্রবর্তক
১২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত - ছন্দের জাদুকর
১৩. বিহারীলাল চক্রবর্তী - গীতিকবিতার জনক/ভোরের পাখি
১৪. আবদুল করিম - সাহিত্য বিশারদ
১৫. নজিবর রহমান - সাহিত্যরত্ন
১৬. নূরুন্নেসা খাতুন - সাহিত্য স্বরস্বতী
১৭. জসীম উদ্দীন - পল্লীকবি
১৮. জীবনানন্দ দাশ - রূপসী বাংলার কবি
১৯. সুফিয়া কামাল - শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি/জননী সাহসিকা
২০. জাহানারা ইমাম - শহীদ জননী
২১. হাসন রাজা - মরমী কবি
২২. সুকান্ত ভট্টাচার্য - কিশোর কবি
২৩. নির্মলেন্দু গুণ - কবিদের কবি
২৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত - ক্ল্যাসিক কবি
২৫. বিষ্ণু দে - মার্কসবাদী কবি
২৬. মোজাম্মেল হক - শান্তিপুুরের কবি
২৭. ফররুখ আহমদ - মুসলিম রেনেসাঁর কবি
২৮. মুকুন্দ দাস - চারণ কবি
২৯. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - দুঃখবাদী কবি
৩০. গোলাম মোস্তফা - কাব্য সুধাকর
৩১. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলার মিল্টন
৩২. গোবিন্দচন্দ্র দাস - স্বভাব কবি
৩৩. নজরুল ইসলাম - বিদ্রোহী কবি/জাতীয় কবি

মহাকবি ও মহাকাব্য

১. মাইকেল মধুসূদন দত্ত - মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)
২. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - বৃত্রসংহার (১৮৭৫)
৩. নবীনচন্দ্র সেন - রৈবতক (১৮৭৫), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)
৪. কায়কোবাদ - মহাশ্মাশান (১৯০৪)
৫. ইসমাইল হোসেন সিরাজী - স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪)

উৎসর্গকৃত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

• বসন্তকুমারী (নাটক)	মীর মশাররফ হোসেন	উৎসর্গ করেন	নওয়াব আব্দুল লতিফকে
• বসন্ত (নাটক)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উৎসর্গ করেন	কাজী নজরুল ইসলামকে
• তাসের দেশ (নাটক)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উৎসর্গ করেন	নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে
• কালের যাত্রা (নাটক)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উৎসর্গ করেন	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে
• খেয়া (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উৎসর্গ করেন	জগদীশচন্দ্র বসুকে
• পূরবী (কাব্যগ্রন্থ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উৎসর্গ করেন	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে
• চার অধ্যায় (উপন্যাস)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	উৎসর্গ করেন	কারাবন্দীদেরকে
• সখিগতা (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম	উৎসর্গ করেন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
• অগ্নিবীণা (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম	উৎসর্গ করেন	বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে
• ছায়ানট (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম	উৎসর্গ করেন	মুজাফফর আহম্মদকে
• চিত্তনামা (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম	উৎসর্গ করেন	বাসন্তী দেবীকে
• সর্বহারা (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম	উৎসর্গ করেন	বিরজা সুন্দরীকে
• সন্ধ্যা (কাব্যগ্রন্থ)	কাজী নজরুল ইসলাম	উৎসর্গ করেন	মাদারীপুরের শান্তি ও বীর সেনাদের

বিভিন্ন ছন্দে রচিত কিছু সাহিত্যকর্ম

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত:

- চর্যাপদ- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (আবিষ্কারক)
- আঠারো বছর বয়স- সুকান্ত ভট্টাচার্য
- সোনার তরী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- পাঞ্জেরী- ফররুখ আহমদ
- জীবন বন্দনা- কাজী নজরুল ইসলাম
- কবর- জসীমউদ্দিন

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত:

- বঙ্গভাষা- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- তাহারেই পড়ে মনে- সুফিয়া কামাল
- একটি ফটোগ্রাফ (মুক্ত অক্ষরবৃত্ত)- শামসুর রহমান
- বাংলাদেশ- অমিয় চক্রবর্তী

অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত:

- তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- মেঘনাদবধ কাব্য- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- পদাবতী (দ্বিতীয় অংক)- মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- বীরঙ্গনা কাব্য- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত:

- ব্রজাঙ্গনা কাব্য- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় ছন্দে রচিত:

- চতুর্দশপদী কবিতাবলী- মাইকেল মধুসূদন দত্ত

স্বরবৃত্তে ছন্দে রচিত:

- বাংলা আমার- কায়কোবাদ

গদ্যছন্দে রচিত:

- আমার পূর্ব বাংলা- সৈয়দ আলী আহসান

বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী উপন্যাস/কাব্য

গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস:

- একদা
- অন্যদিন
- আর একদিন

আবু জাফর শামসুদ্দীনের ত্রয়ী উপন্যাস:

- ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান
- পদ্মা মেঘনা যমুনা
- সংকর সংকীর্তন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস:

- আনন্দমঠ
- দেবী চৌধুরানী
- সীতারাম

নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্য:

- রৈবতক
- কুরুক্ষেত্র
- প্রভাস

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থসমূহ

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস:

- আরেক ফাল্গুন - জহির রায়হান
- আর্তনাদ - শওকত ওসমান
- নিরন্তর ঘন্টাধবনি - সেলিনা হোসেন

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক:

- কবর - মুনীর চৌধুরী

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ:

- একুশে ফেব্রুয়ারী- হাসান হাফিজুর রহমান

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক চলচ্চিত্র:

- জীবন থেকে নেওয়া, Let there be light- জহির রায়হান

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক কবিতা:

- কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি - মাহবুব- উল- আলম - চৌধুরী
- স্মৃতিস্তম্ভ - আলাউদ্দিন আল আজাদ
- কোনো এক মাকে, চিঠি - আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
- অমর একুশে - হাসান হাফিজুর রহমান
- বর্ণমালা, আমার দুখিনী বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ - শামসুর রহমান
- সভ্যতার মনিবন্ধে - সৈয়দ শামসুল হক
- আমাকে কি মাল্য দেবে দাও - নির্মলেন্দু গুন

সংগীত:

- আমার ভাইয়ের রক্ত রাঙানো একুশের ফেব্রুয়ারী - আবদুল গাফফার চৌধুরী
- সালাম সালাম হাজার সালাম - ফজল-এ-খোদা
- ওরা আমার মুখের কথা কাইরা নিতে চায় - আবদুল লতিফ
- একুশে ফেব্রুয়ারী- কবির সুমন

বাংলা সাহিত্যের আলোচিত চরিত্র ও স্রষ্টা

১. বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট প্রথম চরিত্র কোনটি?

উত্তর: নিরঞ্জন (শূন্য পূরণ)।

২. ‘অমল’ চরিত্রের স্রষ্টা নাট্যকার কে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ডাকঘর)।

৩. ‘ঠকচাচা’ নামক চরিত্রের স্রষ্টা কে?

উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র (আলালের ঘরের দুলাল)।

৪. ‘রোহিনী’ চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?

উত্তর: কৃষ্ণকান্তের উইল।

৫. ‘চাঁদ সওদাগর’ বাংলা কোন কাব্য ধারার চরিত্র?

উত্তর: মনসামঙ্গল।

৬. ‘রাজলক্ষ্মী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?

উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত)।

৭. ‘অমিত ও লাবন্য’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শেষের কবিতা)।

৮. ‘ললিতা’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গোরা)।

৯. ‘ললিতা ও শেখর’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পরিনীতা)।
১০. ‘রতন ও দাদাবাবু’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পোষ্ট মাস্টার)।
১১. ‘হেমঙ্গিনী’ ও ‘কাদম্বিনী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মেজদিদি)।
১২. ‘কুবের’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মানদীর মাঝি)।
১৩. ‘মহিম, সুরেশ ও অচলা’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গৃহদাহ)।
১৪. ‘দীপাঙ্কর (দীপু), সতী, লক্ষ্মী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: বিমল মিত্র (কড়ি দিয়ে কিনলাম)।
১৫. ‘দীপাবলী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: সমরেশ মজুমদার (দীপাবলী)
১৬. ‘রমা ও রমেশ’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পল্লী সমাজ)
১৭. ‘ষোড়শী ও নির্মল’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দেনা- পাওনা)
১৮. ‘সতীশ ও সাবেত্রী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (চরিত্রহীন)
১৯. ‘নবকুমার কপালকুণ্ডলা’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কপালকুণ্ডলা)

২০. ‘নবীন মাধব’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র (নীল দর্পণ)
২১. ‘ঘটিরাম ডেপুটি ও নিমচাঁদ’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: দীনবন্ধু মিত্র (সধবার একাদশী)।
২২. ‘নন্দলাল’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: অমৃতলাল বসু (বিবাহ- বিভ্রাট)।
২৩. ‘দেবযানী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: অমৃতলাল বসু (বিদায়- অভিশাপ)।
২৪. ‘নন্দিনী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রক্তকরবী)।
২৫. ‘রাইচরণ’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন)।
২৬. ‘মুন্সী ও অপূর্ব’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সমাপ্তি)।
২৭. ‘সুরবালা’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (একরাত্রী)।
২৮. ‘দুখিরাম ও চন্দরা’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (শান্তি)।
২৯. ‘পার্বতী ও চন্দ্রমুখী’ চরিত্রের স্রষ্টা কে?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দেবদাস)

বাংলা সাহিত্যের কিছু আলোচিত উদ্ধৃতি ও রচয়িতা

১. “প্রণমিয়া পাটুনী কহিল জোর হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে” অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
২. “মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়...” রক্তাক্ত প্রান্তর, মুনির চৌধুরী।
৩. “অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়” মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
৪. “সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন/হউক দূর অকল্যাণ সফল অশোভন।” শেখ ফজলুল করিম।
৫. “আমারে নিবা মাঝি লগে?” পদ্মা নদীর মাঝি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬. “যে জন দিবসে মনের হরষে জালায় মোমের বাতি” সন্ডাব শতক, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
৭. “পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।” মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
৮. “সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯. “স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে” রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।
১০. “মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তারপরে কেবলই মরছে ভয়ে, ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থ।” যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১. “তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।” কাজী নজরুল ইসলাম।
১২. “কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর; মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।” শেখ ফজলুল করিম।
১৩. “যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা” নির্মলেন্দু গুন।
১৪. “আমার দেশের পথের ধূলা খাটি সোনার চাইতে খাঁটি” সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৫. “আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।” শামসুর রাহমান।

১৬. “বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৭. “রক্ত বরাতে পারি না তো একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা”কাজী নজরুল ইসলাম।
১৮. “বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর”জীবনানন্দ দাশ।
১৯. “বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ”যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
২০. “ক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি”সুকান্ত ভট্টাচার্য।
২১. “মস্তকের সাধন কিংবা শরীর পাতন”ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
২২. “প্রীতি ও প্রেমের পূন্য বাধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গে আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।”
.....শেখ ফজলুল করিম।
২৩. “জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।”সুফিয়া কামাল।
২৪. “রানার ছুটেছে তাই ঝুমঝুম ঘন্টা রাজছে রাতে রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে” ...সুকান্ত ভট্টাচার্য।
২৫. “আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা “পরে তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।”রজনীকান্ত সেন।
২৬. “সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২৭. “মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক”রে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।”হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮. “সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।”কামিনী রায়।
২৯. “মুক্ত করো ভয়/ আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।/ সংকোচের বিহীনতা নিজের
অপমান/সংকোচের কল্পনাতে হয়ো না ত্রিয়মাণ/দুর্বলারে রক্ষা করো দুর্জনে হানো/নিজেরে দীন
নিঃসহায় যেন কভু না জানো।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩০. “আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের
বেশে।”জীবনানন্দ দাশ।
৩১. “হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছে পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীদের অন্ধকারে মালয়
সাগরে”জীবনানন্দ দাশ।

৩২. “সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন; থাকে শুধু অন্ধকার” ...জীবনানন্দ দাশ।
৩৩. “আমি যদি হতাম বনহংস বনহংসী হতে যদি তুমি”জীবনানন্দ দাশ।
৩৪. “শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে; কাল রাতে ফাঙুন রাতের চাঁদ মরিবার হলো তার সাধ”
.....জীবনানন্দ দাশ।
৩৫. “সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো না তুমি বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে”জীবনানন্দ দাশ।
৩৬. “হে সূর্য! শীতের সূর্য! হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি”সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৩৭. “অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুদ্র স্বদেশ ভূমি।”সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৩৮. “হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে”সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৩৯. “হে মহা জীবন, আর এ কাব্য নয়, এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো”সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৪০. “কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি”সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।
৪১. “আজি হতে শত বর্ষে পরে কে তুমি পড়িছ, বসি আমার কবিতাটিখানি কৌতূহল
ভরে,”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪২. “আজি হতে শত বর্ষে আগে, কে কবি, স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের শত
অনুরাগে”কাজী নজরুল ইসলাম।
৪৩. “মহা নগরীতে এল বিবর্ন দিন, তারপর আলকাতরার মত রাত্রী”সমর সেন।
৪৪. “আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি”আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।
৪৫. “ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো এ তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪৬. “এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার সময় তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ
সময়।”হেলাল হাফিজ।
৪৭. “জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে, সোনালী পিচ্ছিল পেট আমাকে উগড়ে দিলো যেন”
.....শহীদ কাদরী।

৪৮. “জন্মই আমার আজন্ম পাপ, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই জেনেছি আমি” দাউদ হায়দার।
৪৯. “মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।” অতুল প্রসাদ সেন।
৫০. “স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে তোমার? ভয়কি কি বন্ধু, আমরা এখনো” আলাউদ্দিন আল আজাদ।
৫১. “আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্নত্ব দেখি,” রুদ্দ মোঃ শহীদুল্লাহ।
৫২. “বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ- নলে কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?” মধুসূদন দত্ত।
৫৩. “আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।” জসীম উদ্দিন।
৫৪. “যে শিশু ভুমিষ্ঠ হল আজ রাতে তার মুখে খবর পেলুমঃ সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,” সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৫৫. “আপনাদের সবার জন্য এই উদার আমন্ত্রণ ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।” আবু হেনা মোস্তাফা কামাল।
৫৬. “তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপালে ভাঙলো, সিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর” শামসুর রাহমান।
৫৭. “জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই। হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে।” সিকান্দার আবু জাফর।
৫৮. “ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে অমনি করিয়া লুটায় পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।” জসীম উদ্দিন।
৫৯. “তাল সোনাপুরের তালেব মাস্টার আমি, আজ থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ বছর দিবসযামী” আশরাফ ছিদ্দিকী।
৬০. “সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।” চন্ডিদাস।
৬১. “রূপলাগি অখিঁ ঝুরে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।” চন্ডিদাস।
৬২. “কুহেলী ভেদিয়া জড়তা টুটিয়া এসেছে বসন্তরাজ” সৈয়দ এমদাদ আলী।

৬৩. “হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর ধন লোভে মত্ত করিনু
ভ্রমন” মধুসূদন দত্ত।
৬৪. “মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬৫. “এতই যদি দ্বিধা তবে জন্মেছিল কেন?” নির্মলেন্দু গুণ।
৬৬. “হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে” জীবনানন্দ দাস।
৬৭. “বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে” রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ।
৬৮. “ঝিনুক নীরবে সহো,/ঝিনুক নীরবে সহো,/ঝিনুক নীরবে সহো যাও, ভিতরে বিষের থলি/ মুখ বুঝে মুক্তা
ফলাও।” আবুল হাসান।
৬৯. “এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানিনা সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা” জীবনানন্দ দাস।
৭০. “পৃথিবীর সবকটা সাদা কবুতর/ ইহুদী মেয়েরা রেঁধে পাঠিয়েছে/ মার্কিন জাহাজে” আল মাহমুদ।
৭১. “তুমি যাবে ভাই? যাবে মোর সাথে,/ আমাদের ছোট গাঁয় ? গাছের ছায়ায় লতায় পাতায়/ উদাসী বনের
বাড়ি?” জসীমউদ্দীন।
৭২. “অপদার্থ মানুষকে অনুকরণ করে নিজের মনুষ্যত্বকে হীন কর না, শুধু অর্থ ও সম্পদের সামনে তোমার
মাথা যেন নত না হয়।” মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।
৭৩. “সাহিত্য জাতির দর্পন স্বরূপ।” প্রমথ চৌধুরী।
৭৪. “সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।” প্রমথ চৌধুরী।
৭৫. “শিক্ষার 'স্ট্যান্ডার্ড' মানে জ্ঞানের 'স্ট্যান্ডার্ড', মিডিয়ামের 'স্ট্যান্ডার্ড' নয়।” আবুল মনসুর আহমদ।
৭৬. “বিদেশি ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়।” আবুল মনসুর আহমদ।
৭৭. “এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় /দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়- / লোক ভয়, রাজভয়, মৃত্যু ভয়
আর/দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষণ্ডভার।” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭৮. “রাজনীতিবিদদের কামড়াকামড়ির দায় রাজনীতির নয়, বরং বুর্জোয়া কাঠামোর নড়বড়ে গঠনই রাষ্ট্রের
বারোটা বাজিয়ে দেয়।” সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

৭৯. “বিপ্লব, অবিশ্যি, শান্ত ভাবেও হতে পারে- অনেকখানি সময় লাগিয়ে ছোট- মাঝারি কিস্তিতে; বহু শত বৎসর পরে যোগফলে মহাবিপ্লবের চেহারাটা অনুমান করা যাবে। বড় বিপ্লব দিয়েই শুরু হতে পারে- ততটা শান্ত ভাবে নয়- বেশি মানবীয় শক্তি খরচ করে নয়। যে সভ্যতা দর্শনের আঁধার- খননে আবছা হয়ে ছিল এতকাল, তাকে যুক্তির পথে চালিয়ে নিয়ে ক্রমেই আলোকিত করে তুলবার জন্যে- পৃথিবীর সকলেরই নিঃশ্রেয়সের জন্যে এই বিপ্লব। অনেকেই এই রকম কথা বলছে। কিন্তু বিপ্লব আসেনি এখনও।”জীবনানন্দ দাস।
৮০. “বিপ্লব স্পন্দিত বৃকে, মনে হয় আমিই লেনিন”সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৮১. “সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি/সেদিন বৃকতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে।/যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়েও শক্ত।”ঘরে বাইরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮২. “মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে, এসে হেসেই বলে যাই যাই যাই।”মাধবী ফুল গাছ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮৩. “তরবারি গ্রহণ করতে হয় উচ্চশিরে উদ্ধত হস্ত তুলে, মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চশির অবনমিত করে, উদ্ধত হস্ত যুক্ত করে ললাট ঠেকিয়ে।”কাজী নজরুল ইসলাম।
৮৪. “বামন চিনি পৈতা প্রমাণ বামনী চিনি কিসে রে।”লালন।
৮৫. “যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮৬. “বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন না দিই।”কাজী নজরুল ইসলাম।
৮৭. “যেন হাঁক দিয়ে আসে অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি...অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে কালবৈশাখীর- ঘূর্ণি- মার- খাওয়া অরণ্যের বকুনি।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮৮. “এই অসুন্দরের শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে বন্ধু, তুমি যেন যেওনা”কাজী নজরুল ইসলাম।
৮৯. “কী পাইনি তারই হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজি”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯০. “প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯১. “কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি”মাহবুব উল আলম চৌধুরী।
৯২. “এক সে পদ্ম তার চৌষটি পাখনা”চর্যাপদ।
৯৩. “বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিথিতে পারে বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক।”মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
৯৪. “যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯৫. “যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না তাহার সুখের জন্য ভগবান ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন।”দুর্ভুদ্বি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯৬. “সংসারে সাধু- অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট।”সমস্যাপূরণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯৭. “হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাতে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে জীবনের সুদীর্ঘ ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে।”মধ্যবর্তিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯৮. “নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে।”মধ্যবর্তিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯৯. “মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চয় হয় তখন মানুষ মনে করে, “আমি সব পারি”। তখন হঠাৎ আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া ওঠে.....মধ্যবর্তিনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০০. “সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে।” ... সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০১. “যে ছেলে চাবামাত্রই পায়, চাবার পূর্বেই যার অভাব মোচন হতে থাকে; সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য। ইচ্ছা দমন করতে না শিখে কেউ কোনকালে সুখী হতে পারেনা।”কর্মফল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০২. “সামনে একটা পাথর পড়লে যে লোক ঘুরে না গিয়ে সেটা ডিঙ্গিয়ে পথ সংক্ষেপ করতে চায়- বিলম্ব তারই অদৃষ্টে আছে।”কর্মফল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১০৩. “বিধাতা আমাদের বুদ্ধি দেননি কিন্তু জ্ঞী দিয়েছেন, আর তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন; তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ স্বামীগুলোকেও তোমাদের হাতে সমর্পন করেছেন। আমাদেরই জিত।”কর্মফল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০৪. “বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।”শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০৫. “লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন করে সৃষ্টি করা চাই।”শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০৬. “পূর্ণ প্রাণে যাবার যাহা রিক্ত হাতে চাসনে তারে, সিক্ত চোখে যাসনে দ্বারে।”শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০৭. “সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালবাসার স্বাদ থাকেনা- তরকারীতে লঙ্কামরিচের মত।”চোখের বালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০৮. “সাধারণত জীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লন্কা এবং কড়া স্বামীই ভালোবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের জীর ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত সে- যে কুশ্রী অথবা নির্ধন তাহা নহে; সে নিতান্ত নিরীহ।”মনিহারী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০৯. “যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমাকে বাঁধিবে যে নিচে। পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১০. “মনেরে আজ কহয়ে, ভালমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।”বোঝাপড়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১১. “আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগলভতা নারীর মত বারবার ফিরে আসে।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১২. “দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।” ...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১৩. “কত বড়ো আমি' কহে নকল হীরাটি। তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।”রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১১৪. “যাকে বিয়ে করেছি সে কলস প্রতিদিনের তৃষ্ণা মিটাই কিন্তু এতে স্নান করা যায় না আর যাকে ভালোবাসতাম সে কলস তাতে স্নান করা যায় কিন্তু বাড়ি আনা যায় না”
.....শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১১৫. “চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?”কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থসমূহ

১. আমি বিজয় দেখেছি : এম আর আখতার মুকুল; (সাগর পাবলিশার্স)
২. একাত্তরের দিনগুলি : জাহানারা ইমাম; (সন্ধানী প্রকাশনী)
৩. Bangladesh a Legacy of Blood : Anthony Mascarenhas
৪. The Rape of Bangladesh : Anthony Mascarenhas
৫. The cruel Birth of Bangladesh : Archer K. Blood; University Press Limited
৬. মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস: আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ : অধ্যাপক আবু সাঈদ
৮. প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি : আবু সাঈদ চৌধুরী
৯. একাত্তর-নির্যাতনের কড়চা : আতাউর রহমান
১০. মুক্তিযুদ্ধের অপকাশিত কথা : আতিকুর রহমান
১১. ১৯৭১ সালে উত্তর রণাঙ্গনে বিজয় : আখতারুজ্জামান মণ্ডল; (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী)
১২. আমি বিজয় দেখতে চাই : আজিজ মেসের
১৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙ্গালী : আবদুল মতিন
১৪. মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা : আবুল হাসনাত
১৫. স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃহত্তর কুষ্টিয়া : মোঃ আবদুল হান্নান
১৬. মানবতা ও গণমুক্তি : আহমদ শরীফ
১৭. জাগ্রত বাংলাদেশ : আহমদ মুসা
১৮. মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি : এনায়েত মাওলা
১৯. জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন : কর্নেল নুরুল্লাহ খান
২০. স্বাধীনতা '৭১ (১ম ও ২য় খণ্ড) : কাদের সিদ্দিকী
২১. যখন পলাতক: মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি : গোলাম মুরশিদ
২২. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর : কামরুদ্দীন আহমদ
২৩. যুদ্ধদিনের কথা : জিম ম্যাকিনলে
২৪. সিলেটে গণহত্যা : তাজুল মোহাম্মদ
২৫. সিলেটের যুদ্ধকথা : তাজুল মোহাম্মদ; (সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩)
২৬. মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু : নুরুল ইসলাম মঞ্জুর
২৭. স্বাধীনতা সংগ্রাম : কিশানচন্দ্র/বরণ দে/অমলেশ ত্রিপাঠী

২৮. একাত্তরের স্মৃতি : বাসন্তি গুহঠাকুরতা; (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড)
২৯. সংগ্রামমুখর দিনগুলি : বারীন দত্ত
৩০. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র : বেলাল মোহাম্মদ; (অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩)
৩১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান : বোরহানউদ্দিন খান
৩২. একাত্তর কথা বলে : মনজুর আহমদ
৩৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : মাহবুব কামাল
৩৪. গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে : মাহবুব আলম (সাহিত্য প্রকাশ)
৩৫. ২৫ অখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকথা : মারুফ রায়হান
৩৬. আমাদের মুক্তিসংগ্রাম : মোঃ ওয়ালিউল্লাহ
৩৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ১৯৭১ : রতনলাল চক্রবর্তী
৩৮. বাংলাদেশ-গণহত্যার ইতিহাসে ভয়ংকর অধ্যায় : গোলাম হিলালী
৩৯. লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে : মেজর(অবঃ) রফিকুল ইসলাম
৪০. বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ : বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম
৪১. একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে : মেজর(অবঃ) রফিকুল ইসলাম
৪২. স্মৃতি ১৯৭১ : রশীদ হায়দার
৪৩. অসহযোগ আন্দোলন '৭১ : রশীদ হায়দার
৪৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : লুৎফর রহমান রিটন
৪৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকায় গেরিলা অপারেশন : হেদায়েত হোসেন
৪৬. একাত্তর করতলে ছিন্নমাথা : হাসান আজিজুল হক (সাহিত্য প্রকাশ)
৪৭. একাত্তরের ঢাকা : সেলিনা হোসেন; (আহমদ পাবলিশিং হাউজ)
৪৮. মুক্তিযুদ্ধ ডেটলাইন আগরতলা : হারুন হাবীব
৪৯. একাত্তরের ঘাতক দালাল যা বলেছে যা করেছে : সংকলক- নূরুল ইসলাম; (মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ)
৫০. জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা : মেজর (অবঃ) কামরুল হাসান ভূঁইয়া



সমাপ্ত

